NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ সরকারি কাজে 'বাধা', আনন্দপুরে পুরসভার কর্মিদের ওপর 'হামলা'

রাজ্যপালের রিপোর্ট পেশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত: কুণাল ৩

কলকাতা ৬ মে ২০২৫ ২২ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.05.2025, Vol.18, Issue No. 323, 8 Pages, Price 3.00

আটক পাকিস্তানি নাগরিক

চণ্ডীগড়, ৫ মে: পহেলগাঁও কাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আবহে পঞ্জাবের গুরদাসপুরে ধৃত এক পাকিস্তানি নাগরিক। তাঁর কাছে পাকিস্তানের পরিচয়পত্রও মিলেছে। ধৃতের নাম হুসনাইন। বর্তমানে পঞ্জাব পুলিশের হেপাজতে রয়েছেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩-৪ মে রাতে পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে গুরদাসপুরে প্রবেশের সময় আটক হন হুসনাইন। দরিয়া মনসুর সীমান্ত চৌকির কাছে একটি ঝোপে তাঁকে দেখতে পান সীমান্তরক্ষীরা। তাঁর থেকে একটি পাকিস্তানি পরিচয়পত্র এবং ৪০ পাকিস্তানি টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা শহরের বাসিন্দা তিনি।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

ধুলিয়ান-কাণ্ডে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের জাফরাবাদে জোড়া খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে সোমবার মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। মামলা করেছেননিহত হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসের পরিবার। তাঁদের আবেদন, রাজ্য পুলিশের তদন্তের উপর কোনও আস্থা নেই। খুনের ঘটনাটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)-কে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। একই সঙ্গে নিহতদের পরিবারকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

'স্লিপার সেলের' সাহায্যেই পহেলগাঁওয়ে হামলা

নয়াদিল্লি, ৫ মে: স্থানীয় স্লিপার সেলের সদস্যদের সাহায্য ছাড়া পহেলগাঁও হামলা সম্ভব হত না। হামলাকারী লস্কর জঙ্গিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল কাশ্মীরের ওই সেলের অন্তত পাঁচ থেকে ছয় জন সদস্যের। এমনটাই দাবি করেছেন কাশ্মীরের ওই স্লিপার সেলের এক প্রাক্তন সদস্য। অতীতে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলো ওই জঙ্গি। তার পরেই স্লিপার সেল ছেড়ে দেয় সে। 'ইন্ডিয়া টুডে'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে দাবি করেছে, বৈসরণ উপত্যকায় হামলার অন্তত এক মাসে আগে স্লিপার সেলের সদস্যদের পরামর্শ নেওয়া হয়। আগেভাগে পরিকল্পনাও সেরে রাখা হয়। ওই যুবক জানায়, সেনার গতিবিধি নিয়ে জঙ্গিদের তথ্য দেয় এই স্লিপার সেল।

পহেলগাঁও আবহে

দেশজুড়ে সিভিল ডিফেন্স মহড়ার নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৫ মে: পহেলগাঁওয়ে সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে, পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনার আবহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আগামী ৭ মে দেশজুড়ে সিভিল ডিফেন্স মহড়া আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, সম্ভাব্য শত্রুপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষকে সচেতন ও প্রস্তুত করতেই এই পদক্ষেপ।

গত সপ্তাহে নৌসেনা এবং বায়ুসেনা প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিভিন্ন সরকারি সূত্রে দাবি, জঙ্গিদমনে প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি হিসাবেই প্রতিরক্ষা বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী। ঘটনাচক্রে, তার পরেই কয়েকটি রাজ্যকে মহড়ার নির্দেশ দিল অমিত শাহের মন্ত্রক।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুযায়ী, যে যে বিষয়ে মহড়া দিতে বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে; বিমান হামলার সতর্কতা, সাইরেন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা, নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে সাধারণ মানুষ, বিশেষত পড়ুয়াদের ভূমিকা কী হবে, হঠাৎ ব্ল্যাকআউট হলে কী করণীয় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কী ভাবে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানো হবে। প্রসঙ্গত, রবিবার রাত ৯টা নাগাদ পঞ্জাবের ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্টে সব আলো নিবিয়ে 'ব্ল্যাকআউট ড্রিল' করেছে সেনাবাহিনী। স্থানীয় বাসিন্দাদের আগে থেকেই এ নিয়ে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, তাঁরা যেন আলোকিত বা দূর থেকে চোখে পড়ে এমন কোনও বস্তু বা আলো ব্যবহার না করেন ওই সময়টুকু। সাধারণত যুদ্ধের সময় বিপক্ষের নজর এড়াতে বা বিপক্ষের বায়ুসেনাকে বিভ্রান্ত করতে বিস্তীর্ণ এলাকার আলো নিবিয়ে 'ব্ল্যাকআউট' করে দেওয়া হয়। এমনিতেই গত ২২ এপ্রিল থেকে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবিবার রাতে 'ব্ল্যাকআউট' ড্রিলের পরে বাসিন্দারা স্বাভাবিক ভাবেই আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছেন।

সকল নাগরিককে অনুরোধ করা হয়েছে, তাঁরা যেন মহড়ার সময় স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলেন এবং কোনও গুজবে কান না দেন। নিরাপত্তা রক্ষায় সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে মোদিকে ফোন পুতিনের

নয়াদিল্লি, ৫ মে: পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের ১৩ দিন পরে ক্রেমলিন থেকে ফোন এল ৭ নম্বর লোককল্যাণ মার্গে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ফোন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন বলে সোমবার দাবি করেছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সোমবারই ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ পহেলগাঁও সন্ত্রাসের নিন্দা জানালেও সরাসরি দোষারোপ করেননি পাকিস্তানকে! তিনি বলেছেন, 'নয়াদিল্লি এবং ইসলামাবাদ উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ককে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করে রাশিয়া।' সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'গত সপ্তাহে সন্ত্রাসবাদীরা ২৬ জনকে খুন করার পরে কাশ্মীর সীমান্তে তৈরি হওয়া উত্তেজনা নিয়ে রাশিয়া গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন।'

রণধীর জানিয়েছেন, পহেলগাঁও নাশকতার অপরাধী এবং তাদের মদতদাতাদের বিচারের আওতায় আনার বিষয়ে মোদিকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন পুতিন। দুই রাষ্ট্রনেতা ভারত-রাশিয়া কৌশলগত অংশীদারি এবং পারস্পরিক বিশেষ এবং সুবিধাদানের প্রক্রিয়া আরও গভীর করার বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন

নিমকাঠ চুরি বিতর্কে মুখ খুললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। মূর্তি তৈরির কাঠ কোথায় থেকে পাওয়া গেল, উঠেছে প্রশ্ন। এমনকি, সেই কাঠ নিয়ে পুরীর মন্দিরেও শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের মূর্তি তৈরির জন্য যে কাঠ আনানো হয়, তার উদ্বৃত্ত কাঠ দিয়েই দিঘার মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। সেই বিতর্কেই মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মমতা বলেন, 'কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক তৈরি করলে কেউ কিছু বলে না। আর জগন্নাথ ধামটা গায়ে লেগে গেল! বলা হচ্ছে নাকি নিমকাঠ চুরি করেছি। নিমকাঠ চুরি করব কেন? আমার বাড়িতেই তো চারটে নিমগাছ আছে। চুরি করব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অবস্থা এখনও হয়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেন, জগন্নাথ মূর্তি তো কিনতেও পাওয়া যায়।' ওড়িশা প্রশাসনের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'শুনছি নাকি দিঘার মন্দিরে। যেতে বারণ করা হচ্ছে। কেন? আমি তো পুরী যাই। এত হিংসা? আমি কিন্তু ওড়িশাকে ভালবাসি। ওদের আলুর অভাব হলে বাংলা যোগায়। সাইক্লোন হলে সাহায্য করে।'

পাকিস্তানের উপর চাপ বাড়াচ্ছে দিল্লি

বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার জলাধার সংস্কারের সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ৫ মে: পাকিস্তানকে উচিৎ শিক্ষা দিতে ইতিমধ্যে চন্দ্রভাগা নদীর জল বন্ধ করেছে ভারত। নতুন খবর, জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে কাশ্মীরের দু'টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তথা বাঁধের জলাধার সংস্কার করাচ্ছে কেন্দ্র। এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না দিলেও কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। বলা বাহুল্য, এর ফলে পাকিস্তানে জলপ্রবাহ আরও কমবে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে দেশের চাষাবাদ।

পহেলগাঁও হামলার পর পালটা প্রত্যাঘাত হিসাবে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। এই সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের একধিক বাঁধ সংস্কারে হাত লাগিয়েছে কেন্দ্র। চুক্তি অনুযায়ী, জলাধার নিয়ে পদক্ষেপ করতে হলে উভয় দেশের অনুমতি লাগত। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই বাঁধা নেই। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানাচ্ছে, সিন্ধুর দুই উপনদী চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তার উপর নির্মিত সালাল এবং বগলিহার বাঁধের জলাধার সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। চলে শনিবার পর্যন্ত। উপত্যকার আরও কয়েকটি বাঁধে সংস্কারের কাজ হবে বলেই জানা গিয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় বাসিন্দাদের সতর্ক করেছিল প্রশাসন। যেহেতু জলাধার পরিষ্কার করার সময় বাঁধের সমস্ত জল বার করে ফেলতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। ভারতের এই পদক্ষেপ নিয়ে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের দিক থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি। তবে ইসলামাবাদ যে বিষয়টিকে ভালো ভাবে নেবে না তা বলা বাহুল্য।

দেখা করার আগেই 'কিডন্যাপিং'

মুর্শিদাবাদ পৌঁছে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের অশান্তির পর প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে। একে একে ঘরে ফেরানো হচ্ছে গ্রামবাসীদের। এবার সেই জেলায় পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সফরের প্রথম দিনই সুতিতে গেলেও নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ওই পরিবারকে বিজেপি লুকিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এমনকী 'অপহরণ' করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

জাফরাবাদের ওই নিহতদের পরিবার সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে। তাই সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে গিয়েও তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তিনি বলেন, 'ওদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু বিজেপি তো সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বিজেপির বোঝা উচিত, যারা সাম্প্রদায়িক অশান্তি করে, তাদের আমরা ক্রিমিনাল বলি। তাদের ধর্ম বিচার করি না। বহিরাগতরা এসে ধর্মের নামে অশান্তি করছে।'

ওই পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কি কিডন্যাপিং নয়!' তিনি আরও জানান, পরিকল্পনা ছিল, ক্ষতিপূরণের ১০ লক্ষ টাকা তিনি ওই পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে আসবেন। তার আগেই তাঁকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, 'আমিও হিন্দু পরিবারের মেম্বার। আমি বিভাজন করব না। আমি চেয়ারে থাকলে আমার কাছে সবাই সমান। আমি চাই না কেউ আক্রান্ত হোক।' উল্লেখ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সব সময় কেন্দ্রের পাশে রয়েছে। এই বিষয়ে কোনও বিভাজন নেই। দেশের নিরাপত্তায় দুই সরকারই একসঙ্গে কাজ করে। সোমবার মুর্শিদাবাদ যাওয়ার আগে এমনই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরে ডুমুরজোলা স্টেডিয়াম থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আগেই যেতে পারতেন মুর্শিদাবাদে। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ার আগে ঘটনাস্থলে যাওয়ার কোনও অর্থ হয়না। সেই সময় গিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন হতে পারে, সেটা করা উচিৎ নয়। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি এখন আগের থেকে অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। শান্তি ফেরার পরে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পাকিস্তানের হাতে ভারতীয় জওয়ানের আটকে থাকা নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি দেখছেন অমিত শাহ। জওয়ানের পরিবারের সঙ্গে রাজ্য সরকার যোগাযোগ রাখছে। তিনি আশা করছেন ভারত সরকার খুব দ্রুত ওই জওয়ানকে দেশে ফিরিয়ে আনুক।

'দেশের সামনে সব সত্যি আসবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে পৌঁছেই আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার জেলাশাসকের দপ্তরের প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, খুব শীঘ্রই তিনি সব সত্যি দেশের সামনে আনবেন। মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনায় কারা, কীভাবে প্ল্যানিং করেছে, সে বিষয়ে নাকি সব তথ্যই আছে, এমনটাই দাবি করেছেন মমতা।

এদিন ওই জেলার বিধায়ক, আধিকারিকদের সঙ্গে ৩০ মিনিট ধরে বৈঠক করেন তিনি। বেরিয়ে তিনি বলেন, 'হিন্দু মুসলিম সব পক্ষের কথা শুনলাম। আমার সঙ্গে মুখ্যসচিব ছিলেন।' গত মাসে ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনের নামে মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ অশান্তির ঘটনা ঘটে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় একের পর এক বাড়ি। পরিস্থিতি সামলাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। তারপর প্রথমবার সেই জেলায় গেলেন মমতা। সেই অশান্তি নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, 'প্ল্যান করে সব করা হয়েছে। এসব বাংলা সহ্য করবে না। আমি এই অশান্তির বিরুদ্ধে। কিছু লোক ধর্মের নামে অশান্তি করছে। আসলে এরা বিধর্মী। এরা অনেক বড় বড় কথা বলেন। আর এদের আর্থিক উৎস কী, সেটাই বিজেপি বলতে পারবে।'

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী জানান, কারা প্ল্যান করে অশান্তি করিয়েছে, কীভাবে করিয়েছে। সে সব তিনি ক্রস চেক করেছেন। তিনি বলেন, 'আর একটু জানা বাকি আছে। আমি পরিষ্কার বলছি, সেটুকু পারলে। সব সত্য তথ্য দেশের সামনে আসবে।'

'পাকিস্তানি' হ্যাকারদের তথ্য চুরির চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ৫ মে: ভারতের সামরিক তথ্য চুরির চেষ্টা করছে 'পাকিস্তানি' হ্যাকারেরা! 'পাকিস্তান সাইবার ফোর্স' নামে একটি সমাজমাধ্যম হ্যান্ডল থেকে দাবি করা হয়েছে, তারা ভারতের দু'টি সামরিক প্রতিষ্ঠানের সংবেদনশীল তথ্য পেয়ে গিয়েছে। তাদের দাবি, ভারতের 'মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস' (এমইএস) এবং 'মনোহর পারিক্কর ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস' থেকে বেশ কিছু সংবেদনশীল তথ্য পেয়ে গিয়েছে। ওই দাবির ভিত্তিতে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত 'লগ-ইন' তথ্য-সহ কিছু ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হলেও হয়ে থাকতে পারে।

পার্ক স্ট্রিটের 'রুফটপ' রেস্তরাঁ ভাঙার নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পার্ক স্ট্রিট চত্বরে একটি 'রুফটপ' রেস্তরাঁ ভাঙার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। ওই মামলায় 'রুফটপ' রেস্তরাঁটি ভাঙার কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। সেখানে নতুন করে আর ভাঙার কাজ করা যাবে না। সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের একক বেঞ্চ। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বড়বাজারের অগ্নিকাণ্ডের পর কলকাতার বিভিন্ন ভবনে আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে, সে দিকে আরও বেশি নজর দিতে শুরু করেছে পুর প্রশাসন। এই অবস্থায় শহরের সব 'রুফটপ' রেস্তরাঁ আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় কলকাতা পুরসভা। গত শুক্রবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পরে পুরসভা একটি নির্দেশিকাও জারি করে। 'রুফটপ' রেস্তরাঁগুলিকে অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরই মধ্যে পার্ক স্ট্রিট চত্বরের একটি 'রুফটপ' রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষ অভিযোগ তোলেন, তাঁদের রেস্তরাঁটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তা নিয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী। সোমবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে ভাঙাভাঙির কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Jaynal S/o. Sk. Iman ও Sk. Jaynal S/o. Iman Ali ও Jayanalaaali Mondal Sekh S/o. Imanali Sekh সাং ক্ষত্রিয়নগর, শ্রীপুর বাজার, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৪ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Bimal Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subal Das ও S. C. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি মমিন সেখ ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম Momin Sk. S/o- Fakir Sk আছে ২৫/০৪/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Momin Shaikh S/o- Fakir Shaikh ও Momin Sk S/o- Fakir Sk উভয়ে একই ব্যকি হলাম আমার আসল জন্ম তাং ২৫-০২-১৯৮৮

নাম-পদবী

আমি মনু দাস পিতা- মৃত হরিপদ দাস, ঠিকানা- শচীন সাহা রোড, পোষ্ট- শক্তিনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২ গত ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিটে (Sl. No. 5619) আমার পিতা- (মৃত) হরিপদ দাস ও কালীপদ দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল।

নাম-পদবী

গত ০২/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Nibaran Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Baneswar Ghosh ও B. P. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭১৯ নং এফিডেভিট বলে Sambhu Banerjee S/o. Ajit Banerjee ও Shambhu Banerjee S/o. A. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION

I, Shambo Chakraborty S/O Santipada Chakraborty resident of 17/9, Ranapratap Road, A-Zone, Durgapur-713204, P.S. - Aurobindo (Durgapur), Dist.- Pachim Bardhaman do hereby declare vide affidavit before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Durgapur dated 29.10.2024 that my son's actual and correct name is Arin Chakraborty but his name has been recorded as Arin (Rudrajyoti) Chakraborty in the birth certificate issued by Birth and Registrar, Kanksa Gram Panchayat. The purpose of this affidavit is to correct his name in the records to avoid any complications in future. Arin Chakraborty and Arin (Rudrajyoti) Chakraborty is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি রুপ্তা প্রামানিক, স্বামী সোমনাথ প্রামানিক, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R.- 22520, 23322,23321, 24520, 24525, 23797, 24519, 24518 নং খতিয়ান হইতে L.R.- 25311 নং দাগে .1289 একর সম্পত্তি, কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ইং- 21/11/2022 তারিখে I -13890, ইং- 09/01/2023 তারিখে I-273, ইং-24/01/2023 তারিখে 780, এবং ইং-19/06/2024 তারিখে I-6108 নং আমমোক্তারনামা মূলে সোমনাথ প্রামানিক এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব, উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তার নামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে B.L.&L.R.O. কৃষ্ণনগর অফিসে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই মে, ২২শে বৈশাখ। মঙ্গল বার। শুক্ল পক্ষের নবমী যুক্ত দশমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি , অষ্টোত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(বৈশাখী শ্রী সীতানবমী। প্রভু শ্রী জগৎ বন্ধু সুন্দর র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

DECLARATION

I, TAPAN KUMAR VERMA S/O Rabindra Verma residing at 51/32, Kankinara Jute Mill Tina Godam, P.O. - Kankinara, P.S. - Bhatpara, Dist.- North 24 Parganas do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 03.04.2025 that my father's name has been recorded as RABINDRA VERMA in my Aadhar card but in my academic qualification certificate of WBBSE his name has been recorded as RAVINDAR PRASAD and his Aadhar card, his name has been recorded as RABINDRA PRASAD VERMA. RABINDRA VERMA and RAVINDAR PRASAD as well as RABINDRA PRASAD VERMA is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) সুবীর বিশ্বাস, পিতা- সুনীল বিশ্বাস, ২) সুশান্ত দাস, পিতা- বৈদ্যনাথ দাস দুজনে একত্রে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R.- ১৫৫৫৩, ১৫৮৫৮, ৩০৩৩৫ নং খতিয়ান হইতে L.R.- ২৮১০, ২৭৯৮, ২৭৯৪, ২৮০৯, ২৮০৮, ২৮০৭ নং দাগে 24/07/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7559/2023 নং আমমোক্তারনামা মূলে প্রাপ্ত ইইয়া ইং- 22/8/2023 তারিখে I-8636 নং দলিলে এবং 07/02/2024 তারিখে I-1365 নং দলিলে জমি বিক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তার নামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে, কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি দুলাল দাস পিতা মৃত গৌর শংকর দাস সাং+ পোঃ- আসাননগর, থানা -ভীমপুর, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬১, পঃ বঃ গত ০৫/০৫/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) এর ৬১৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি দুলাল দাস ও নন্দদুলাল দাস একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (এল.আর. খতিয়ান নং-১১৪৩, জে.এল. ১২৬ আসাননগর, দাগ নং- ৪২৯৯, ৪৩০৪, ৪৩০৫, ৪৩০৬)

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা- হুগলী, অতিরিক্ত সিভিল জজ, জুনিয়র ডিভিশন আদালত, চুঁচুড়া, সদর হুগলী
২০২২ সালের ৪৩ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা
মহম্মদ ইয়াসিন মন্ডল
বনাম
তাপসী চট্টোপাধ্যায় দীগর

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত অতিরিক্ত সিভিল জজ, জুনিয়র ডিভিশন চুঁচুড়া, হুগলী আদালতে একটি দেওয়ানী মোকর্দ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে যাহার নং ৪৩/২০২২। উক্ত মোকর্দ্দমায় **শ্রীমতি তাপসী চট্টোপাধ্যায়,** স্বামী- শ্রী মুরারী মোহন চট্টোপাধ্যায়, পিতা-স্বর্গীয় হরিপদ হালদার, সাং- নাদিগ্রাম, পোঃ- চিনসুরা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৪৯ মহাশয়া ৫ নং বিবাদী রহিয়াছেন এবং তাহাকে উক্ত আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি তথা **শ্রীমতি তাপসী চট্টোপাধ্যায়** মহাশয়া **স্বশরীরে** বা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর মারফৎ আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইতেছে। নতুবা আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

:: তপশীল ::

জেলা ও জেলা-সাব রেজিস্ট্রি অফিস- হুগলী, অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিস- চুঁচুড়া, হুগলী, পি.এস.এ - দাদপুর, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জে.এল. নং- ৫৬ (আর.এস.- ৪৯) মৌজা - বাঁশবেড়িয়া, পি.এস.- দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৩, আর.এস. প্লট নং - ৮৯৫, এল.আর. প্লট নং - ৯২৭, আর.এস. প্লট নং - ৯০০, এল.আর. ১০১৭, আর.এস. ৯০১, এল.আর. ১০১২, আর.এস. - ৮৯৩, এল.আর. ৯১৯, আর.এস. - ৯০৬, এল.আর. নং - ১০১৪।

ইতি-দরখাস্তকারীর পক্ষে
রাজেশ কুমার মন্ডল (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা- হুগলী, অতিরিক্ত সিভিল জজ, জুনিয়র ডিভিশন আদালত, চুঁচুড়া, সদর হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)**ছায়া পরামানিক** স্বামী সুকুমার পরামানিক সাকিম ভদ্রেশ্বর, ২)**অতা দাস**, ৩)**অজয় মিস্ত্রী** স্বামী বিজন মিস্ত্রী সাকিম পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ৪)**মঞ্জুলী প্রামানিক** স্বামী সাধন চন্দ্র প্রামানিক সাকিম জামালপুর, বর্দ্ধমান-৭১৩১৬৬, ৫)**বেলা পরামানিক** স্বামী হেমন্ত পরামানিক সাকিম জামালপুর, বর্দ্ধমান-৭১৩১৬৬, ৬)**বাবলু দাস** পিতা লক্ষীকান্ত দাস সাকিম জামালপুর, বর্দ্ধমান-৭১৩১৬৬, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১০/০১/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV/34/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে **(হীরু (পরামানিক) দাস** স্বামী প্রবীর কুমার দাস সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **হীরু (পরামানিক) দাস**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।
কেসঃ ২০২৫ সালের ৩৬ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

অমিত রায় পিতা-প্রয়াত প্রতাপ রায়, পত্নীশ্রী, চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী। ..... **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীলে বর্ণিত অধুনালুপ্ত **প্রতাপ রায়,** পিতা-প্রয়াত বিমল রায় সাকিন-পত্নীশ্রী, ধরমপুর, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলীর মৃত্যুর অর্থরাশি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অত্র দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা অত্র আদালতে দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা লইয়া যদি কাহারও আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা অত্র আদালত কর্তৃক উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, পত্নীশ্রী, ধরমপুর নিবাসী অধুনালুপ্ত **প্রতাপ রায়,** পিতা-প্রয়াত বিমল রায় কর্তৃক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এ.ডি.বি চুঁচুড়া শাখায় ১০৫৫৫১৮১৬১৬ নং হিসাব বইতে ২৫/০৯/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত গচ্ছিত ১৭১৩০২.৪৯ টাকা।

দরখাস্তকারীর তরফে নিযুক্তীয় উকিলবাবু
শিবশংকর রায় (উকিলবাবু)
ফোন নং-৯৮৩০০৩১১৫০

আদেশানুসারে
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)**কনিকা মুখার্জী** স্বামী ৺বিজন মুখার্জী, ২)**সুব্রত মুখার্জী,** ৩)**দেবব্রত মুখার্জী,** ৪)**সুব্রতপা মুখার্জী,** ২,৩,৪ নং এর পিতা ৺বিজন মুখার্জী, ৫)**গীতারানী মুখার্জী** স্বামী ৺সুজন মুখার্জী, ৬)**প্রবীর মুখার্জী,** ৭)**দেবযানী চৌধুরী,** ৮)**রত্না গাঙ্গুলী,** ৯)**সুব্রতা মুখার্জী,** ১০) **উৎপল মুখার্জী** ৬-১০নং এর পিতা ৺সুজন মুখার্জী, ১১)**আরতি মুখার্জী** স্বামী ৺কমল মুখার্জী, ১২)**উমা মুখার্জী** স্বামী ৺শ্যামল মুখার্জী, ১৩)**সুরজিৎ মুখার্জী** পিতা ৺শ্যামল মুখার্জী, ১৪)**শিখা মুখার্জী** স্বামী ৺কমল মুখার্জী, ১৫)**পিয়ালি মুখার্জী** পিতা ৺কমল মুখার্জী, ১৬)**সুমা মুখার্জী** পিতা ৺রবীন মুখার্জী, ১৭)**দিপী মুখার্জী** পিতা ৺রবীন মুখার্জী এবং ১৮)**রবীন মুখার্জী** পিতা ৺অনিল মুখার্জী সকলের সাকিম অবিনাশ মুখার্জী রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ৩০/০১/২০১৮ তারিখে সম্পত্তিত ও ০১/০২/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-58/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে (**মহঃ শাহজাহান** পিতা বরকতউল্লাহ, সাকিম জগপুর রোড, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় বিগত ইং ১১/০৮/২০২২ তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত I-4803/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ ইব্রাহিম** পিতা সেখ ইদ্রিশ সাকিম পাঁচপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ০৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহেশ্বরপুর, জে.এল. নং ১৪৮ ... খতিয়ান, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৯৬৩/১৪৫৫ নং দাগে ... শতক তন্মধ্যে ০.০৫৫৬ একর ... ০৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। বর্তমানে ক্রেতা তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মহঃ শাহজাহান**
আমমোক্তার

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতি আরতি হাঁসদা (মুরমু) ওঃ আরতি মুরমু ওঃ আরতি হাঁসদা, স্বামী- শ্রী সাহেবরাম মুরমু, পিতা-শিবা হাঁসদা, সাং- কাজলা, পোঃ- পুকুরিয়া, থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, তাহার নিজ নামিত সম্পত্তি জেলা ঝাড়গ্রাম, থানা ও পৌরসভা- ঝাড়গ্রাম অন্তর্গত মৌজা ভরতপুর, জে. এল. নম্বর ৩৫৭, হাল খতিয়ান নম্বর ১১৪, রিভিঃ ও হাল দাগ নম্বর ৩৫ মধ্যে ৪.৯২+ ৩.৮৫= ৮.৭৭ ডেসিমেল কালাদোয়েম (বর্তমানে বাস্তুযোগ্য) ভূমি গত ইংরেজী ০৯/১২/২০২৪ তারিখে ঝাড়গ্রাম এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৪১৫/২৪ নং এবং গত ইংরেজী ১১/১২/২০২৪ তারিখে ঝাড়গ্রাম এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৪৫৩/২৪ নং বিক্রয় কোবালা মূলে তাহার দ্বারা নিযুক্ত ইংরেজী ১২/১২/২০২২ তারিখে ডি. এস. আর. ঝাড়গ্রাম রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৬০১/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে নিযুক্ত আমমোক্তার মহাশয় শ্রী লক্ষণ সরেন, পিতা শ্রী জগন্নাথ সরেন, সাং- ভরতপুর, পোঃ ও থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা ঝাড়গ্রাম মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রী তাপস কুমার হেমরম, পিতা শ্রী হরেকৃষ্ণ হেমরম, সাং- বড়মাটি, পোঃ- বালিগেড়িয়া, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম-এর ও বরাবর এবং শ্রী মাইতি টুডু, পিতা শ্রী মহেশ্বর টুডু, সাং- খারবনী, পোঃ- কারাডুবা, থানা- ঘাটশিলা, জেলা- পূর্ব সিংভূম (ঝাড়খন্ড)- মহাশয়গন খরিদ করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার সেরেস্তায়/অফিসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ভূমি বিষয়ক কার্য্যাদি করা হইবে। তৎপর, কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Dinabandhue Mahata
Advocate
District Judges Court
En. No.-F/3862/4481/2024
Jhargram

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী অর্পিতা হালদার, স্বামী সুমিত হালদার, সাং বারেন্দ্রপাড়া অফিস সরণী, পোঃ- রাজপুর, থানা সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১৪৯, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল. আর. ১২০০৬ দাগের এল. আর. ৬৯৭ নম্বর খতিয়ান থেকে ৫.০০ শতক সম্পত্তি গত ইং ২২/১১/২০২২ তারিখে A.D.S.R. সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-396/2022 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রীমতী কল্পনা মজুমদার, স্বামী মৃত তরুণ কুমার মজুমদার, সাং- ৩ নং শ্রীগোপাল লেন (দাসপাড়া আমবাগানতলা), পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, হাল সাকিন বারেন্দ্রপাড়া অফিস সরণী, পোঃ রাজপুর, থানা সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১৪৯, মহাশয়ার দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমমোক্তার শ্রীমতী অর্পিতা হালদার ... সাং- দাসপাড়া লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১০১ কে ১৮/১০/২০২২ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর, নদীয়া অফিসে I-5613/2022 দলিলে এল. আর. ৬৯৬ দাগ, এল. আর. ১২০০৬ দাগের এল. আর. ৬৯৭ নম্বর খতিয়ানে থেকে ২.০০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O. কৃষ্ণনগর - ১ ও A.D.S.R. কৃষ্ণনগর, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)**সেখ আব্দুর রহমান** ২)**সেখ সাজাহান** ৩)**ওসমান আলী,** ৪)**আনোয়ারা খাতুন** স্বামী সেখ ইয়াসিন আলী, ৫)**আজুরা বিবি** স্বামী সেখ আব্দুল রহিম, ৬)**মনোয়ারা খাতুন** স্বামী ইমতাজ হোসেন মন্ডল ওরফে ইমতিয়াজ হোসেন মন্ডল, ৭)**সাহেরা খাতুন** স্বামী সেখ নাসিরুল ইসলাম, ৮)**জাহেরা বেগম** স্বামী সেখ আবু তালেক ওরফে আবু তালেব, ১-৮নং এর পিতা মরহুম সেখ আকবার আলী ওরফে আকবার আলী, ৯)**আরজু বানু** পিতা মরহুম আকবার আলী, ১০)**আজিজা ইয়াসমিন** স্বামী উজ্জ্বল চৌধুরী, ১১)**সেখ আসিফ ইকবাল,** ৯ নং এর স্বামী ও ১০/১১ নং এর পিতা মরহুম সেখ আজাদ আলি, ১,২,৩,৬,৭,৯, ১০,১১ নং এর সাকিম নামাজগ্রাম দক্ষিণপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী, ৪ নং এর দিগসুই, হুগলী, ৫ নং এর মাওড়া(উত্তর), পান্ডুয়া, হুগলী, ৮নং এর পোলবা মুসলিমপাড়া, ... মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ৩০/০৮/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV/192/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে (**সেখ আনোয়ার আলী** পিতা মরহুম সেখ রুস্তম আলী, সাকিম নামাজগ্রাম দক্ষিণপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৫/০৬/২০২৪ তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত I-3167/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)**রবিউল হক সেখ,** পিতা মরহুম ইসরাইল সেখ সাকিম শান্তিপাড়া(পুরশা), পুরশা, গলসী, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০৬, ও ২)**সেখ মোস্তাফা** মাতা মরহুম মোসলেমা বিবি, সাকিম ক্ষীরকুন্ডী (নতুন পাড়া), পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়গণকে ০৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নামাজগ্রাম, ১০৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৮ নং খতিয়ান, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৯৫৪ নং দাগে শালি জমি মোট আনায় ০৪ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা আরও সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, ১)রবিউল হক সেখ, পিতা মরহুম ইসরাইল সেখ ও ২)সেখ মোস্তাফা মাতা মরহুম মোসলেমা বিবি, ক্রেতাগণ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সেখ আনোয়ার আলী**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৮৩৮৩৫/ ৮৩৪৮৯৯৩০১৯।

বীরভূম

উত্তর ২৪ পরগনা

আড আনন্দন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিপ্লব নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৫২৩৩৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সরণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ বিল্ডিং, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৮১৮।

শ্রী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৫২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্নার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা: কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৩৯০৯**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৫০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৬৩৩২২০৬৯১।

বিজেপি-ই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের বিপরীতে শক্তিশালী বিকল্প: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার কলকাতায় বিজেপির সদর দপ্তরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই দাবি করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'বিজেপি এখন তৃণমূল কংগ্রেসের বিপরীতে শক্তিশালী বিকল্প। আগামী নির্বাচনে বিজেপিই রাজ্যের ক্ষমতায় আসবে।' শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আর কোনও আস্থা রাখি না। পুলিশ প্রশাসন এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে, তাই তাদের ওপর জনগণের আস্থা নেই। আমরা চাই সিবিআই তদন্ত হোক।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে এবং আগামী নির্বাচনে আরও বড় জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'হিন্দুদের জন্য আলাদা শিবির তৈরি করতে হবে যদি নির্বাচনী এলাকায় প্রশাসন সঠিকভাবে কাজ না করে। বিজেপি কখনো পরীক্ষা করা হয়নি, তবে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস সবই একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করেছে।' শেষে তিনি দাবি করেন, 'বিজেপির মূল ভোটাররা এবার সুরক্ষিত বাংলা, সুরক্ষিত হিন্দু, সুরক্ষিত যুবক এবং সুরক্ষিত কৃষির জন্য ভোট দিন।'

এন্টালিতে ট্যাক্সি থেকে ২ কোটি টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার এন্টালিতে ট্যাক্সি থেকে ২ কোটি টাকা লুট। সূত্রে খবর, দুই সশস্ত্র দুষ্কৃতী ট্যাক্সিতে উঠে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী সংস্থার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, অস্ত্র দেখিয়ে ট্যাক্সিটিকে অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ।

যে দু'জন টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে কলকাতা পুলিশ। তাছাড়া, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। একই সঙ্গে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসারও ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছেন। তবে যে ট্যাক্সি থেকে লুট হয়েছে, তার হদিস এখনও পাওয়া যায়নি। তদন্তকারী আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারনা, যারা এই লুটের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তারা নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ। না হলে ওই দুই কর্মী যে ২ কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছেন তা তাদের জানার কথা নয়। যারা টাকা লুট করেছে তাঁদের চেহারার বর্ণনা শুনে ছবি আঁকাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। তবে এমন প্রকাশ্যে অস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতির ঘটনায় ইতিমধ্যেই শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

গাজোলে বিধবাকে ধর্ষণের চেষ্টা, মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতায় প্রশ্ন সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বিধবা হিন্দু মহিলার করুণ আর্তি, 'আমি হিন্দু মেয়ে... আমাকে বাঁচতে দিন!' তাঁর মুখ থেকেই উঠে আসা এই বাক্যই যেন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার মজ্জাগত পচনের প্রতিচ্ছবি। মালদার গাজোল ব্লকের শালাইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতে তিন স্থানীয় যুবকের বিরুদ্ধে এক বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'ভোটব্যাংকের রাজনীতির ছায়ায় হিন্দু মহিলাদের জীবন আজ নরকে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা? শুনশান। লজ্জা হওয়া উচিত এই ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর।' জানা গিয়েছে, আহত মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ও দলীয় নেতৃত্ব। কিন্তু প্রশাসন এখনও পর্যন্ত দায় স্বীকার তো দূর, মৌনতা পালন করে চলেছে। সুকান্তের অভিযোগ, 'এটাই বাংলা? যেখানে বিধবা হিন্দু মহিলাও নিরাপদ নন! নারী-সুরক্ষা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোশ আজ খুলে গিয়েছে।' প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও শাসকদলের অপরাধ-তোল্লাইয়ের সংস্কৃতির জেরে ফের একবার শাসকের 'অমানবিক মুখ' সামনে এনে দিল গাজোলের এই লোমহর্ষক ঘটনা।

পুরী বনাম দিঘা বিতর্কে তৃণমূল সরকার, মমতাকে নিশানা করে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সেবায়েত রামকৃষ্ণ দাসমহাপাত্রকে জেরা এবং দিঘায় 'জগন্নাথ ধাম' বোর্ড সরানো নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। সেই ইস্যুতেই মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স-এ পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'ভগবান জগন্নাথ আমাদের হৃদয়ে। তাঁকে নিয়ে টানাটানি একেবারেই অনুচিত ও অনৈতিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই টানাটানি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, এটা আসলে ভক্তদের মধ্যে বিভাজন তৈরির একটা চাল।' পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ব্যবহৃত পবিত্র নিমকাঠ দিয়ে নাকি দিঘার প্রতিমা গড়া হয়েছে, এই দাবিকে কেন্দ্র করে প্রশ্নবানে জর্জরিত রামকৃষ্ণ দাসমহাপাত্র। জগন্নাথ মন্দির প্রশাসনের তরফে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে, ৭ দিনের মধ্যে জবাব না এলে নেওয়া হবে আইনি পদক্ষেপ। এর মধ্যেই দিঘা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে 'জগন্নাথ ধাম' লেখা বোর্ড। শুভেন্দুর অভিযোগ, দিঘাকে পুরীর সমতুল্য প্রমাণ করতে অনৈতিক পথ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাঁর মন্তব্য, 'ভগবান আমাদের হৃদয়ে, তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।'

ম্যাচ শেষের পর মধ্যরাতেও চলবে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৭ মে রাত ১২টা থেকে ব্লু ও গ্রিন লাইনে বিশেষ পরিষেবা, বাড়তি ভাড়া ১০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ইডেন গার্ডেন্সে ৭ মে, বুধবার রাতে কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর আইপিএল টি-২০ ম্যাচ শেষের পরও চলবে মেট্রো। কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের সুবিধার্থে ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইন-২,এ বিশেষ মধ্যরাতের মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি) এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর পক্ষ থেকে মেসার্স গেম প্ল্যান স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড এই বিশেষ পরিষেবার জন্য আবেদন জানায়। তার পরেই উদ্যোগ নেয় মেট্রো রেল। বুধবার রাত ১২টা থেকে এসপ্লানেড স্টেশন থেকে দুটি বিশেষ ট্রেন ছাড়বে ব্লু লাইনে। একটি দক্ষিণেশ্বর এবং অন্যটি কবি সুভাষের দিকে। দুই দিকের ট্রেনই রাত ১২টা ৩৩ মিনিট-এ গন্তব্যে পৌঁছাবে। মাঝের সমস্ত স্টেশনে থামবে এই বিশেষ ট্রেন। গ্রিন লাইন-২-তেও থাকছে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা। রাত ১২টা-তে এসপ্লানেড থেকে ছাড়বে একটি ট্রেন, যা রাত ১২টা ৮ মিনিট-এ পৌঁছাবে হাওড়া ময়দান। এই বিশেষ ট্রেনগুলির জন্য টিকিট বিক্রি হবে কেবল ওল্ড এসপ্লানেড ও নিউ এসপ্লানেড স্টেশনের বুকিং কাউন্টারে। স্মার্ট কার্ড, টোকেন এবং কাগজ-ভিত্তিক কিউআর টিকিট মিলবে সেখানেই। এই পরিষেবার জন্য যাত্রীদের স্বাভাবিক ভাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ টাকা করে সারচার্জ দিতে হবে, জানানো হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে। ম্যাচ শেষে ভিড় সামাল দিতে এবং রাতের কলকাতার যাতায়াতে বাড়তি সুবিধা দিতে মেট্রোর এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে সিএবি ও কেকেআর শিবির। তবে সাধারণ যাত্রীদের জন্য এই পরিষেবা সীমিত, শুধুমাত্র ম্যাচ শেষে মধ্যরাত্রির জন্যই এটি কার্যকর থাকবে বলে স্পষ্ট করেছে মেট্রো রেল।

গঙ্গার ঘাট থেকে নিখোঁজ শিশু: নিজের মায়ের সঙ্গে দিদার বাড়িতে ঘুরতে এসে আচমকা নিখোঁজ হয়ে গেল এক ৭ বছরের শিশু। সোমবার আনুমানিক দুপুর ১টা নাগাদ হাওড়ার বি-গার্ডেন গঙ্গার ঘাট থেকে নিখোঁজ হয় বর্ধমানের আটঘড়া মঙ্গলকোট থানার বাসিন্দা কৌশিক মাঝি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির মা শিল্পা মাঝি তাকে সঙ্গে করে স্নান করাতে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে আসেন। স্নান করানোর পর কৌশিককে ঘাটে দাঁড় করিয়ে রেখে শিল্পা নিজে গঙ্গায় স্নান করতে নামেন।

বড়বাজারের অগ্নিকাণ্ডে শিক্ষা

রাজ্যের সব হোটেল ও স্কুলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়বাজারের হোটেলে প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রেক্ষিতে রাজ্যের প্রতিটি হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখতে ফায়ার সেফটি অডিট করা হবে বলে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানি আটকানোই সরকারের লক্ষ্য। তাই মানুষের সুরক্ষার স্বার্থে আরেকবার অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হোটেলে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আছে কি না, ফায়ার লাইসেন্স, অতিথিদের ঢোকা বেরনোর যথেষ্ট জায়গা আছে কি না এই সবই খতিয়ে দেখা হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে হাসপাতাল, শপিং মল, বাজার সহ যেসব জায়গায় একসঙ্গে অনেক মানুষের জমায়েত হয়, সেখানে 'ফায়ার সেফটি অডিট' করা হয়েছে। সেই রিপোর্ট হাতে আসার পর অনেক ক্ষেত্রেই খামতি সামনে আসে। বড়বাজারের ঋতুরাজ হোটেলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১৪ জনের মৃত্যুর পর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই আবহে ফের একবার এসব পরিকাঠামোর 'ফায়ার অডিট'-এর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। এবার এই তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে শহর এবং শহরতলির হোটেলগুলিকেও। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন স্কুলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৬ মে ২০২৫, ২২ বৈশাখ, মঙ্গলবার

সরকারি কাজে ‘বাধা’, আনন্দপুরে পুরসভার কর্মিদের ওপর ‘হামলা’

গুলশন কলোনি দুষ্কৃতীদের ‘মুক্তাঞ্চল’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দপুরের গুলশন কলোনিতে প্রকাশ্যে বোমাবাজি, গুলি চালানোর ঘটনা নতুন নয়। শহরের মধ্যে থেকেও যেন দুষ্কৃতীদের ‘মুক্তাঞ্চল’ হয়ে উঠেছে আনন্দপুরের গুলশন কলোনি। কুপিয়ে খুন থেকে শুরু করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। এমন এক আবহে ফের এই গুলশন কলোনিতেই বোমা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব চালাতে দেখা গেল দুষ্কৃতীদের।

সোমবার সকালে গুলশন কলোনিতে পুরসভার পাইপলাইনের কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন পুরসভার শ্রমিকরা। অভিযোগ জেসিবিও ভাঙচুর করা হয়। দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের সেই সিসি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে হামলা, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ‘রবিবার রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত কয়েকজন দুষ্কৃতী হাতে চপার, বোমের বস্তা নিয়ে গুলশন চত্বরে কিছু সাধারণ মানুষকে মারধর করে এবং কলকাতা পুরসভার যে শ্রমিকরা পাইপলাইনের কাজ করছিলেন, তাঁদের থেকে টাকা-পয়সা চায়। না দিলে মারধর করে। যে গোষ্ঠী এই ঝামেলা করছে তারা আজ নতুন নয়। আগেও ঝামেলা করেছে। পুলিশে অভিযোগ করার পরও অদ্ভুতভাবে পুলিশ এদের ধরার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রয়েছে। তারপরও দু’চারদিন পরই জেল থেকে এরা বেরিয়ে যায় আর নতুন করে কিছু একটা ঘটনা ঘটায়।’ একইসঙ্গে কলকাতা পুরসভার ১০৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আরও জানান, ‘এই দুষ্কৃতীরা কেউ এলাকার নন। সব তপসিয়ার বাসিন্দা। এখানে আসছে আর অপরাধ করে চলে যাচ্ছে। আমি নিজে একাধিকবার পুলিশকে এই নিয়ে চিঠি লিখেছি। ওদের উপর ভরসা রেখেছিলাম। কিন্তু অদ্ভুতভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। দল যদি আমার থেকে কিছু জানতে চায়, তবে তা জানাবো।’ এদিকে কাউন্সিলরের কাছে এ খ বরও পৌঁছেছে, যাঁদের মারধর করা হয়েছে, তাঁদের ওই দুষ্কৃতীরা হুমকি দিয়েছে কাউন্সিলরকে গুলি করারও। এই প্রসঙ্গেই কাউন্সিলর এও মনে করেন, এতদিন এই গুলশনকে কেন্দ্র করে অনেকে লুটেপুটে খাচ্ছিল। তিনি আসার পর সেটা যেহেতু আর হচ্ছে না, তাই বারবার এমন ঘটনা ঘটছে। তাঁকেও প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলশন কলোনিতে নিকাশি ব্যবস্থার কাজ চলছিল। প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তায় কাজ করা হচ্ছিল। এদিনের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের সিসি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ইতিমধ্যে আনন্দপুর থানায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে পুরসভার নিকাশি বিভাগ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুরমন্ত্রী তথা মেয়র জানিয়েছেন, ‘ওঁদের গায়ে হাত দেওয়া মানে আমার গায়ে হাত দেওয়া। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোরতম সাজার ব্যবস্থা করা হবে।’

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে একাধিক অপরাধমূলক ঘটনায় উঠে এসেছে ইএম বাইপাস সংলগ্ন গুলশন কলোনির নাম। সম্প্রতি কসবায় পুরপ্রতিনিধিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টার ঘটনাতেও পুলিশি তদন্তে সামনে এসেছে গুলশন কলোনির সিন্ডিকেট-বিবাদ। তার জেরেই সুশান্ত ঘোষের উপরে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে জানতে পারেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি অপরাধের ঘটনায় বার বার গুলশন কলোনির নাম জড়ানোর বিষয়টি লালবাজারের নজর এড়ায়নি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গুন্ডা দমন শাখাকে গুলশন কলোনি নিয়ে প্রশ্নের সামনে পড়তে হলেও এখনও বদলালো না দুষ্কৃতী দৌরাত্মের সেই চেনা ছবিটা।

রাজ্যপালের রিপোর্ট পেশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত: কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ঘটনার একমাস পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। এদিকে শাসকদল তৃণমূলের বক্তব্য, জনজীবন যখন স্বাভাবিক, তখন নতুন করে পরিস্থিতি ঘোরালো করার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এই রিপোর্ট পেশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আর এই রিপোর্ট পেশের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তৃণমূলের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, বিজেপির প্ররোচনার রাজনীতিতে পা দিয়েই দলের নেতাদের খুশি করতে রিপোর্ট পেশ করেছেন বাংলার রাজ্যপাল।

প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদ সফর করেছিলেন রাজ্যপাল। ওয়াকফ আইন-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতিতে হিংসা ছড়ালে রাজ্যের পুলিশ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্রিয় হয়। ধরপাকড়ও করে। আদালতের নির্দেশে নামানো হয় কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী। সেই পরিস্থিতিতে ১৯ এপ্রিল মালদার আশ্রয় শিবির ও সামশেরগঞ্জের গ্রামে গিয়ে রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার যেভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, তা যথাযথ। এই ঘটনার একমাস পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন রাজ্যপাল তাতে বার্তা একেবারে উল্টো। কারণ, রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন,পরিস্থিতি যদি আবার খারাপ হয় তবে সেখানে ৩৫৬ ধারা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সুপারিশও করেন তিনি। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, রাজ্যপাল যে রিপোর্ট দিয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি তাঁর পলিটিকাল অ্যাসাইনমেন্ট-জনিত কারণে রিপোর্ট দিয়েছেন। তাঁর সংযোজন, প্রথমত রাজ্যপাল জানেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। সেখানে ‘অবনতি’, ‘যদি হয়’ এই কথাগুলো আসে না। দুই, রাজ্যপাল জানেন ওই সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব বিএসএফের। সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতাধীন, দেখেন অমিত শাহ। যদি ওপাশ থেকে এপাশে হামলাকারীরা এসে উসকানি দেয়, সেটা দেখার দায়িত্ব বিএসএফের, যারা তাদের দায়িত্ব সীমান্তরেখা থেকে ১৫ থেকে ৫০ কিমি করে নিয়েছে। তিনি বলেন, বিএসএফকে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেই সুপারিশের বদলে তিনি বাংলাকে কলুষিত করলেন। বিজেপিকে খুশি করতেই তিনি ‘যদি’ ‘কিন্তু’ লাগিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রিপোর্ট দিয়েছেন। যদিও বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিজেপি রাষ্ট্রপতি শাসন দিয়ে ক্ষমতায় আসে না। কিন্তু মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছিল তা যথাযথ দেখেই রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য,‘আমরা এবার রেজাল্ট চাই। রাজ্যপাল বলেছেন, আবারও কিছু হলে রাষ্ট্রপতি শাসন করা হোক। রাষ্ট্রপতি শাসন জারির আবেদনের ক্ষেত্রে যে ধরনের নির্দিষ্ট সুপারিশের প্রয়োজন হয়, আমার মনে হয় না এক্ষেত্রে সেটা রয়েছে। তবে রিপোর্টটা স্বাগত করার মতো। রাজ্যপাল গ্রাউন্ডে গিয়েছিলেন। এই রিপোর্টকে এককথায় বাংলার শান্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষ স্বাগত জানাতে পারেন।’

দিঘার ‘জগন্নাথ ধাম’ লেখা কাঠামো হঠাৎ উধাও, পোস্ট শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার সদ্য-উদ্বোধিত জগন্নাথ মন্দিরের পাশে ইংরেজিতে লেখা ‘জগন্নাথ ধাম’ বোর্ডটি আচমকা উধাও হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে পর্যটকদের মধ্যে। কাঠামোটি ছিল একটি নীল রঙের অস্থায়ী গেটের মতো, যা মন্দিরের দক্ষিণ পাশে জাতীয় সড়কের ধারে চোখে পড়ত। উদ্বোধনের সময় সেটি থাকলেও, দিন কয়েকের মধ্যেই সেটি গায়েব! এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডলে সেই কাঠামোর ছবি পোস্ট করে কটাক্ষ করেন। এই বিষয়ে রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি জানিয়েছেন, ‘উদ্বোধনের জন্যই অস্থায়ী কাঠামোটি বসানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান মিটতেই তা সরিয়ে নেওয়া হয়। নতুন নির্মাণ কাজ শেষ হলে আবার তা বসানো হবে।’ একই মন্তব্য করেন ইসকন কলকাতার সহ-সভাপতি রাধারমণ দাসও। তিনি বলেন, ‘ওটা ফুটপাথে ছিল, অনুষ্ঠান শেষের দিনই সরিয়ে ফেলা হয়।’ তবে বিতর্ক এখানেই থেমে থাকেনি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, ‘ধাম’ শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ কি না।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত জানাচ্ছেন কেউ কেউ তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠতে গেলে কোনও দেবতার লীলাভূমি বা জন্মস্থান হওয়া দরকার। সেই হিসেবে দিঘার মন্দির ‘ধাম’ কি না, তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে। অন্য পক্ষ আবার মনে করেন, ভক্তদের আসা-যাওয়ার নিরিখে এই মন্দিরকেও ‘ধাম’ বলা যেতেই পারে। সংক্ষেপে, কাঠামো সরানো নিয়ে প্রশাসনের ব্যাখ্যা থাকলেও, তর্ক-চর্চা এখনো থামেনি।

বিক্ষোভের আর্জিতে আদালতে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আক্রান্ত হিন্দুরা, এদিকে নিষ্ক্রিয় রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। এই অভিযোগকে সামনে এনে সল্টলেকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করতে চায় বঙ্গ বিজেপি। অবস্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন বিরোধী দলনেতা। আর এই বিক্ষোভ কর্মসূচি রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে করতে চাওয়া হয়েছে মঙ্গলবার দুপুর ১১ থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এই অবস্থান বিক্ষোভে অংশ নেবে ১০০০ জন কর্মী সমর্থক, এমনটাই দাবি বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেডের। অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি মিলছে না পুলিশ প্রশাসনের তরফে, তাই সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মামলা দায়ের করার আবেদন জানানো হয়েছে। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি।

প্রসঙ্গত, ওয়াকফ ইস্যুতে গত মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের সুতি, ধূলিয়ান, সামশেরগঞ্জ-সহ একাধিক এলাকা। বাড়ি ভাঙচুর, আগুন, লুঠপাঠ চলতে থাকে বেপরোয়াভাবে। সবথেকে ভয়ঙ্কর অভিযোগ ওঠে জাফরাবাদে। বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে ঘিরে সরগরম হয় রাজ্য রাজনীতি। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই পরিস্থিতিতে সোমবার মুর্শিদাবাদে যান মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে বঙ্গ বিজেপির অভিযোগ, গোটা বাংলাতেই হিন্দুরা আক্রান্ত। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তাঁরা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করতে চান। কিন্তু তাতে যাতে কোনওরকমের বাধা না আসে, সে ক্ষেত্রে আদালতের দ্বারস্থ তারা।

ধৃত হোটেলের সুপারভাইজার

বড়বাজার অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়বাজার অগ্নিকাণ্ডে এবার পুলিশের জালে হোটেলের সুপারভাইজার। সোমবার শেখ মহম্মদ সাগির আলি নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, মেছুয়া বাজারের ওই হোটেলে যে দাহ্য পদার্থ মজুত করা হয়েছিল, তার নেপথ্যে রয়েছে এই যুব মহম্মদ সাগির আলিই।

মঙ্গলবারে বড়বাজারের মদন মোহন মেছুয়াবাজার ফলপট্টির একটি হোটেলে আগুন লাগার ঘটনার দেড়দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার সকালে হোটেল মালিক আকাশ চাওলা এবং ম্যানেজার গৌরব কাপুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুন-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয় হোটেলের ইনটিরিয়র ডিজাইনের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার খুরশিদ আলমকে। জেরার মুখে সে জানায়, কাজের সময় তিনি বিদেশে ছিলেন। দায়িত্বে ছিলেন শেখ মহম্মদ সাগির আলি। এরপরই তাঁকে জেরা করে পুলিশ। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪।

মুর্শিদাবাদের ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ সজল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় উত্তপ্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারি হিসেবে জেলায় ৩ জনের মৃত্যুও হয়েছিল। নিহতদের পরিবারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সল্টলেকে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল বিজেপি। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশ হঠাৎ করেই তাঁদের সেখান থেকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তাঁদের বচসাও হয়। কী কারণে পুলিশ এমন কাজ করছে, কার নির্দেশে করছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন সজল। আর এই ঘটনায় এই একই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। আদালতে তিনি দাবি করেন, নিহতদের পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। তাই তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, নিহতদের পরিবার যারা কলকাতায় রয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে জেলা থেকে নিখোঁজ হওয়ার মামলা রুজু করা হয়েছে। তাই তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই মূলত মুর্শিদাবাদের পুলিশ এসেছে। এর সঙ্গে নিরাপত্তাহীনতার কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও বিজেপি নেতা সজল ঘোষ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নন। তিনি চান, বিষয়টিতে আদালত হস্তক্ষেপ করুক।

বাইকের রেষারেষিতে প্রাণ গেল দুই যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেপরোয়া গতির জেরে প্রাণ গেল দুই যুবকের। সোমবারের ভোরের কলকাতায় ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এক ঝটকায় চলে গেল দু’টি তরতাজা প্রাণ। আহতও হয়েছেন দুই যুবক। জয়রাইডের মাশুল গুনল চার যুবক। সোমবার ভোর ৫টা ৪২ মিনিট নাগাদ এয়ারপোর্টগামী উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয় তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইক নিয়ে সরাসরি উড়ালপুলের গার্ডরেলে গিয়ে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়ে তারা। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুই যুবককে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অন্য দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার কবলে পড়া ওই চার যুবকের নাম শোয়েব, রহমান, সোহেল ও ফারুক। যার মধ্যে প্রাণ গিয়েছে প্রথম দু’জনের। দুজনের বয়স ২০। প্রত্যেকে বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার বাসিন্দা। ভোরবেলা জয়রাইডের অছিলায় একটা বাইকে চেপে হেলমেট ছাড়াই নেমে পড়েছিলেন রাস্তায়। শুধু তা-ই নয়, কলকাতা থেকে এয়ারপোর্টের পথ ফাঁকা পেয়ে ‘আগুনের গতিতে’ ছোটাচ্ছিল বাইকটি। যার মাশুলও গুনতে হল ক্ষণিকের মধ্যেই। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালপুলের গার্ডরেলে ধাক্কা মারে বাইকটি। ছিটকে গিয়ে পড়েন চার যুবক। ঘটনার তদন্তে নেমে জানা গেছে, রবিবার রাতে একটি বার্থ ডে পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা। তারপর ভোররাতেই বেরিয়ে পড়েন কলকাতা থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর আগেই চলে গেল তরতাজা দু’টি প্রাণ।

বিজেপির পরপর বৈঠক, কিছুই ‘জানেন না’ দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিলীপ ঘোষের অবস্থান আর মন্তব্য নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝেই পরপর দু’দিন বৈঠকে বসছে বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গলবারও সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে বৈঠক হওয়ার কথা। পরদিন অর্থাৎ সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের একটি হোটেলে বৈঠক হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই বৈঠকের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত জানেন না রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ। মঙ্গলবারের বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের পাশাপাশি থাকবেন সাধারণ সম্পাদকরা। থাকবেন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সতীশ ধন্দ। থাকবেন বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশাল। থাকার কথা আর এক পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডের। থাকবেন সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। বঙ্গ বিজেপির পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নেতাও এই বৈঠকে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে দিলীপ ঘোষকে নিয়ে গেরুয়া শিবিরে গত কয়েকদিনে চাপানউতোর সামনে এসেছে। গত ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিলীপের সাক্ষাৎকে বিজেপির একাধিক নেতা ভাল চোখে দেখেননি। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতিকে খোঁচা দেন তাঁরা। কারও নাম না করে পাল্টা জবাব দেন দিলীপ। এই পরিস্থিতিতে দিলীপকে নিয়ে মন্তব্যের ক্ষেত্রে নেতাদের সংযত হওয়ার বার্তা দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। এই আবহে বঙ্গ বিজেপির এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনীতিবিদরা। আবার এই বৈঠকের কথা এখনও পর্যন্ত তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন দিলীপ। মঙ্গলবারের পরে বুধবারও বৈঠকে বসবে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। তা আরও বড় পরিসরে হবে। সেই বৈঠক হওয়ার কথা সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের একটি হোটেলে। সেখানে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা থাকবেন। থাকবেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকরা। থাকবেন জেলা সভাপতিরা। থাকার কথা সাংসদ-বিধায়কদেরও। জানা গিয়েছে, বুধবারের বৈঠকে দলের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা হবে। বুথ স্তরে সংগঠনের অবস্থা নিয়েও পর্যালোচনা হওয়ার কথা। চার জেলায় এখনও জেলা সভাপতি ঘোষণা বাকি রয়েছে।

শিল্পাঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রকোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাঁকিয়ে গরম এখনও পড়েনি। তেমন ভারী বর্ষণও হয়নি। তবুও ডায়ারিয়ার থাবা শিল্পাঞ্চলে। টিটাগড়, খড়দা ও পানিহাটি পুরসভা-এই তিন পুরসভা মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। মূলত একাধিকবার বমির সঙ্গে জলের মতো মলত্যাগ উপসর্গ নিয়ে আক্রান্তরা ব্যারাকপুর বি এন বসু হাসপাতাল এবং খড়দার বলরাম সেবা মন্দির রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, টিটাগড় পুরসভার ১৪, ১৫ ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অনেকেই

ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত। তাছাড়া পানিহাটির ৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং খ ড়দার ৪ নম্বর ওয়ার্ডেরও কয়েকজন বাসিন্দাও এই ডায়ারিয়ায় হানায় আক্রান্ত হয়েছেন। খড়দা শহর তৃণমূল যুব সভাপতি দিব্যেন্দু চৌধুরী বলেন, ‘বলরাম হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী তরুণ বাগ শুক্রবার রাতে ডায়ারিয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার আইডি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।’ দিব্যেন্দু বাবুর দাবি, ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৫০ জনের বেশি বলরাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর ধারণা, এটা জলবাহিত ডায়ারিয়া। অপরদিকে টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, ‘জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই নমুনা পরীক্ষা করে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সপ্তাহ শেষে গরম-ভোগান্তির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত সপ্তাহটা স্বস্তিতেই কেটেছে। সপ্তাহের মাঝে একাধিকবার বৃষ্টিপাত হয়েছে, সঙ্গে বয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। তাপমাত্রাও কমেছিল অনেকটাই। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে ফের তাপমাত্রার বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে আবহাওয়া হবে শুষ্ক।

মঙ্গলবার, গোটা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের দু-এক জায়গাতেও হবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী ৭ মে, বুধবার উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। ৮ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ঝড়ো হাওয়ার গতিবেগ থাকবে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে। সব জেলাতেই হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। আগামিকাল ৬ মে সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া প্রতি ঘণ্টায় এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, সপ্তাহের শেষে অস্বস্তিকর গরম বাড়বে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গে।

সহায়িকায় সন্ত্রাসবাদের চেহারা বিতর্কে ঘৃতাহুতি, প্রশ্ন মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটি দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান সহায়িকা ঘিরে ফের বিতর্কের আগুন জ্বলছে। সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষাপট বোঝাতে ব্যবহৃত প্রচ্ছদে বন্দুকধারী ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের পোশাকে দেখানো হয়েছে, যার সঙ্গে ধর্মীয় চিহ্নের সাদৃশ্য থাকায় উঠেছে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। ভিতরে লেখা হয়েছিল, ‘সন্ত্রাসবাদ জন্ম নেয় ধর্মীয় মৌলবাদের মাটি থেকে’, যা আরও বিতর্কের কেন্দ্রে।

শিক্ষাজগৎ থেকে উঠে এসেছে কড়া প্রতিক্রিয়া। অনেকের মতে, এই ধরনের চিত্র ও ভাষা শিক্ষার্থীদের মনে ঘৃণার বীজ বুনতে পারে, যা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার মূল দর্শনের

পরিপন্থী। প্রকাশনী সংস্থা অবশ্য স্যোশাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়ে জানিয়েছে, বিতর্কিত প্রচ্ছদটি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং নতুন সংস্করণ তৈরি হচ্ছে। তবে প্রকাশিত ভাষ্য পরিবর্তন হলেও, অনেকের প্রশ্ন এ ধরনের ছবি ও ব্যাখ্যা আদৌ কিভাবে পাঠ্য সহায়িকায় স্থান পেল? এই বিতর্ক এখন আর শুধু শিক্ষাগত পরিসরে নেই। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলা ও মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও সহিংসতা নিয়ে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে দ্বিচারিতার অভিযোগ আরও জোরালো হচ্ছে। তথাকথিত ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ আদৌ কতটা নিরপেক্ষ, সেই প্রশ্ন ফের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সম্পাদকীয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তিকে আধিপত্যবাদের হাত থেকে বাঁচাতে বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন

যা কিছু নতুন, তার মধ্যেই থাকে বৃহৎ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। আর এই সম্ভাবনা নিয়েই যন্ত্রমেধার জগৎ হয়ে উঠেছে আমাদের এক কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নলোক। কিন্তু যদি গুগল, মেটা, বা ওপেনএআই-এর মতো স্বল্প কিছু বহুজাতিক সংস্থা সেই স্বপ্নলোকের নিয়ন্ত্রক হয়, তা হলে সেখানে বিপদের সম্ভাবনা বহুমাত্রিক। এই সংস্থাগুলির মালিকরা চাইলেই আমাদের ভাবনাচিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাদের হাতেই বন্দি থাকবে আমাদের 'চিন্তা করার ক্ষমতা'। আমরা কতটুকু জানব, কী নিয়ে ভাবনাচিন্তা করব, আর কী বিশ্বাস করব; সব কিছু তারাই ঠিক করে দেবে। কারণ যে কোনও জটিল যন্ত্র-মেধা তন্ত্রের আউটপুট নির্ভর করে তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলার নেপথ্যে কে বা কারা ছিলেন, তার উপরে। আর সেই নেপথ্যের কারিগররা হলেন প্রযুক্তি জগতের দানব-সদৃশ কোনও সংস্থা এবং সেই সংস্থার মালিকপক্ষ। সুতরাং, আমরা কী ভাবব, তার রিমোট কন্ট্রোল যদি এই সব সংস্থার কুক্ষিগত হয়, তা হলে এক দিন আমাদের অবস্থা হবে হীরক রাজার দেশে ছবির যন্তর মন্তর ঘর থেকে বেরোনো প্রজাদের মতো। ভয়টা সেখানেই। অন্য দিকে, কৃত্রিম মেধার সাহায্য পেলে স্বৈরাচারী শাসকদের দৌরাত্ম্য কলেবরে আরও বৃদ্ধি পাবে। জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান এবং ফ্রিটজ স্ট্রাসম্যান পারমাণবিক বিভাজন আবিষ্কার করেছিলেন। আস্ত একখানা শহরকে কী ভাবে নিমেষে সমতল করে দেওয়া যায়, সেই স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল এই আবিষ্কারের হাত ধরেই। নাৎসি বাহিনী গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এমন একটি আশঙ্কায় আমেরিকা তড়িঘড়ি ম্যানহাটন প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছিল। কিন্তু কার্ল ফ্রিডরিখ ফন ওয়াইসেকার, কার্ল হাইজ়েনবার্গের মতো তাবড় বিজ্ঞানী থাকা সত্ত্বেও জার্মানি পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারেনি, কারণ বিজ্ঞানীরা তা চাননি। শোনা যায়, তৎকালীন জার্মান বিজ্ঞানীরা নীতিগত ভাবে চাননি এই বোমা হিটলারের হাতে উঠে আসুক। তেমনই যে সমস্ত প্রযুক্তিবিদের হাত ধরে যন্ত্র-মেধার অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়ে চলেছে, তাঁদের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা রাখা ছাড়া উপায় নেই। মানব ক্লোনিং-এর বিপজ্জনক দিক অনুভব করে যেমন মানব ক্লোনিং গবেষণায় রাশ টানা হয়েছিল, তেমনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে আধিপত্যবাদের হাত থেকে বাঁচাতে বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রয়োজন আছে। তাই পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক সরকার ও সাধারণ মানুষের উচিত এই বিষয়ে সতর্ক থাকা। না হলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

শব্দবাণ-২৬৬

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সন্ধ্যা, দিনের শেষ ৩. প্রখর দীপ্তি ৪. সংঘ, সভা ৬. নতুন ৯. অধিকার, কতৃত্ব ১০. করকা, শিল।।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পরব্রক্ষ্ম ২. সাত্ত্বিক ভাব ৩. বিশেষভাবে প্রচার ৫. জলখাবার ৭. পৃথিবী, বসুন্ধরা ৮. যত্ন।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬৫

পাশাপাশি: ২. চুকানিদার ৫. বিত্ত ৬. লিপ্ত ৭. সেবা ৮. খোখো ১০. রকমফের।

উপর-নীচ: ১. গদা ২. চুকলিখোর ৩. নিত্য ৪. রবিবাসর ৯. ধাম ১১. কলা।

জন্মদিন

আজকের দিন

লক্ষ্মীরতন শুক্লা

১৮৬১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোতিলাল নেহরুর জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লক্ষ্মীরতন শুক্লার জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট শুটার গগন নারাংয়ের জন্মদিন।*

প্রত্যেকে আমরা নিজের তরে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ দিলীপ ঘোষ

বলছি রাজনীতির কথা। কতই রঙ্গ ঘটে দুনিয়ায়। ভুল বললাম। কতই রঙ্গ দেখে এ বঙ্গ। কেন বলছি চলুন সরাসরি সেই ঘরে ঢুকে পড়ি। কোন মানুষ আজকের দিনে বলতে পারবে না আমি রাজনীতি করি না বা আমি নিরপেক্ষ। কারণ রাজনীতি শুধু ভোটের ময়দানে হয় বা ভোটের বক্সেও হয় না। রাজনীতি হয় জীবনের সর্বত্র। নিজের বাড়ি থেকেই সেই রাজনীতির জন্ম হয়। তারপর তা বৃহত্তর আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে। আর নিরপেক্ষ বলে কোনো কথা হয় না। কারণ আপনি যতই নিরপেক্ষ বলুন না কেন আপনি নিশ্চই কোনো না কোন পক্ষ। কিন্তু এটা যখন বোঝা যায় বা বোঝা যায় না তখন হয় সমস্যা। কেনো বলছি সে কথা চলুন সেই যুক্তির আঙিনায় পায়চারি করে আসি।

সম্প্রতি বেশি বয়সের বিবাহ দেখলাম। তিনি আর কেহ নন। ঘোষ বাড়ির মেঝ ছেলের। ভুল বললাম। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। চমক দেখালেন তিনি। জানা গেলো মায়ের জোরাজুরি। তাই সাতপাকে। মানে এমন বিরোধী পক্ষের বড় লিডাদের এমন কাণ্ড কোনো পক্ষকেই তেমন বিচলিত করেনি। বরং বেশ শুভেচ্ছা পেয়েছে শাসক বিরোধী সকলের থেকেই। তার এমন শুভ চিন্তাতে স্বাগত জানিয়েছেন সব পক্ষই। সহস্র শুভেচ্ছা দিয়েছেন এই নতুন জীবনের ইনিংসকে। জোরালো হয়েছে তার সহধর্মিণী এই পার্টির সক্রিয় কর্মী হওয়ায়। এই পর্যন্ত না হয় ঠিকঠাক। কিন্তু তার পরে?

হ্যাঁ, তার পরের চমকের জন্যে কেউ তৈরি ছিল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে দিঘার মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ জানান। তিনি যান। শুরু হয়ে যায় সমস্যা। হওয়ারই কথা। কারণ তিনি দিলীপ ঘোষ। কারণ তিনি একটি বিরোধী পার্টির মুখ। ছিলেন প্রাক্তন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। সুতরাং তিনি একটি অন্য পার্টির অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তাতে চর্চা হবে না এমনটা হতে পারে না। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন চায়ে পে চর্চা তো হবেই। হলো ও। হ্যাঁ, এমনভাবে হলো যে মেদিনীপুর থেকে কোলাঘাট সর্বত্র ছিঃ ছিঃ রব। প্রকাশ্য বিরোধ। চেনা চর্চার লোকগুলি হলো অচেনা মানুষ। যে যেমনভাবে পারে তার বিরোধ করলো। হ্যাঁ, বাদ যাইনি মিডিয়ার হুড়োহুড়ি। বাদ যাইনি পক্ষে বিপক্ষের লোকের কটূক্তি। সৌমিত্র খান থেকে তথাগত রায় বা বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সকলে তারা তাদের মত ব্যক্ত করলেন। বিজেপির নেতা সৌমিত্র খান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এটা তার করা উচিত হয় নি। কারণ দিলিপবাবুই নাকি একদা একসময় বলেছিলেন দলে থেকে দল বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হওয়া যায় না। একই কথা অন্যভাবে জানালেন আরেক বিজেপি নেতা তথাগত রায়। উনি বোঝাতে চাইলেন যে এ বঙ্গে এমন ভাবে দিদির সঙ্গে বসে কথা বলা একটা ইঙ্গিত বহন করে। আর দুই বিপরীত পক্ষের রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষের মধ্যে এমন বৈঠক আসলে তৃণমূলের যোগদানের এক আভাস। এমনটা অনেকেই মনে করেন যে বিজেপি দলের মধ্যে উনি কোণঠাসা হয়ে পড়ার জন্যে এমনভাবে তৃণমূলে যাওয়ার আগ্রহ দেখান। বর্তমান বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার মনে করেন দিলিপ বাবুর তৃণমূলের আমন্ত্রণে যাওয়াটা পার্টি এনডোর্স করে না। তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হলে অন্য বিষয়। মানে, নানা মুনির নানা মত। এক্ষেত্রে দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু দেবীর বিশেষ মত ছিল না। তিনি বলেন ২৪ ঘণ্টা আগেই তিনি বারণ করেছিলেন। কিন্তু উনার বাক্তিমতে বাধাদান করি কি করে? সূত্রের খবর তার স্ত্রীকেও আলাদাভাবে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। সুতরাং তিনি আইডোলজি বলে তোলে বিষয়টির মোর ঘোরানোর চেষ্টা করেন। মনে করেন বিজেপিতে চলছে তিন লাইনের পার্টি। সুতরাং দলে কোণঠাসা, গুরুত্ব হীনতা, নেতৃত্বে লোলুপোতার মত কোনো বিষয়ই বাদ যায় নি।

এরপর ব্যাট ধরলেন স্বয়ং দিলীপ ঘোষ। দিলীপ বাবু বলনেন তিনি রক্ত ঘাম দিয়ে পার্টি করেছেন। পার্টিটিকে ভালবেসে করেছেন। ২৬০ এর বেশি প্রাণ বিয়োগে এই পার্টির গড়ে তোলা। তিনি অন্তর দিয়ে এই পার্টিকে দাঁড় করিয়েছেন। কিছু নব্য কর্মী তার সঙ্গে এমন করছেন। আর ঠিক এই কারণে বিজেপি পার্টির এই বেহাল দশা। তার নেতৃত্বের সময় থেকে এখন আরও খারাপ এই পার্টির দশা। তিনি আরো মনে করেন তিনি পার্টির বদল করতে আসেননি এসেছেন পশ্চিম বাংলাকে বদল করতে। আর যারা তাকে স্বাগতম করেছেন তৃণমূলে তাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আবার যাঁরা তাকে তারই দলে ছিঃ ছিঃ কার করেছেন তাদের প্রতি তাদের সমবেদনা-- পার্টির প্রতি দায়িত্ববোধ অতটা না বোঝার জন্যে।

দিলিপবাবু বরাবরই বাকপটু। সোজা কথা সোজাভাবে বলতে ভালোবাসেন। বিরোধী দলে থাকা সত্ত্বেও তিনি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনো এক বেসরকারি চ্যানেল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখার কথা বলেছিলেন। সুতরাং তারই আমন্ত্রণে মন্দির দর্শন করা বা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলা বা দেখা করা কোনো বড় বিষয় নয়। রাজনীতিতে পট পরিবর্তন করতে আমরা বহু দেখেছি। এমনকি যাকে ভাবা হয়েছিল দিদির দেওয়া বহু পদ সযত্নে সামলাবেন তিনি তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে অন্য পার্টিতে চলে গেছেন। আবার অনেকে অন্য অনেক পার্টি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। সুতরাং এই যাওয়া আসা কোন বড় ব্যাপার নয়। এই তো আমরা কিছুদিন আগেও দেখেছিলাম রাম নবমীর দিনে কিভাবে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হিসাবে একই সাথে উৎসব পালন করেছিল। কি সুন্দর ছিল সেই সম্প্রীতি। আমরা নানা উৎসবে যেমন দুর্গাপুজো, হোলি, ঈদ, ছট সব ক্ষেত্রে কোনো রাজনীতি দেখি না। আমরা দেখেছি এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন পার্টির লোক একসঙ্গে উৎসবে মাতে। তবে?

দিলীপ ঘোষকে নিমন্ত্রণ করেছেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তা রক্ষা করেছেন। সঙ্গে তার স্ত্রীও ছিলেন। পার্টিগত দিক থেকে মনে হতে পারে এটা ভুল। মানছি সেটা ভুলিই। কারণ তিনি বিরোধীদল মানে বিজেপির নেতা। তাই তাকে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের বাইরে গিয়ে এই কাজ মানা যায় না। কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও তো মানতে হবে যে তারও তো একটা ব্যক্তি জীবন আছে। কোনো মানুষ তো তার ব্যক্তি জীবনের বাইরে নন। হোক না তার পেছনে একটা পার্টির তকমা। তিনি তো আর কোনো তৃণমূলের অফিসিয়াল কাজে অংশগ্রহণ করেননি, তবে? আপনি বলবেন তা হয়ও না। পার্টিতে যোগদান না করা অবধি তাদের কোনো অফিসিয়াল কাজে অংশগ্রহণ করা যায় না। ইয়েস,সে কথা আমি জেনেই বলছি যে তিনি সেটা যেমন করেননি তেমন তিনি দিদির সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে দিদির সাপোর্টে তো কোনো কথা বলেননি। বলেননি তো তিনি তৃণমূলে যোগদান করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। বরং পশ্চিমবাংলা কে ঠিক করার কথা। এখানে অনেক কথা চলে আসবে। আবার অন্য দিকে আমরা দেখেছি মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক চিন্তাভাবনা। তিনি তার দলের লোকেদের বাইরেও মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর বিজেপির অনেক নেতাকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আরো জানা যায় রাজনৈতিক লোক ছাড়াও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো এরমধ্যে চেনা মুখ তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি উপস্থিত হয়েছিলেন। আর তাতেই রে রে করে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এটা কিছু ক্ষেত্রে ঠিক, আবার কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বেঠিক। তবে এটা বলতে কোনো অসুবিধা নেই যে মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় এর বাইরেও একটা জীবন আছে। সে জীবনে কিছু পছন্দ কিছু মতাদর্শ যদি শাসকদলের সঙ্গে মিলে যায় তবে তাতে ব্যক্তি জীবনের কি দোষ। অতীতে তো অনেক হয়েছে। যেমন মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং,বাবুল সুপ্রিয়, জয় প্রকাশ মজুমদার সহ বড় ছোট সহ আরো কত! আবার তৃণমূল দল থেকে বেরিয়ে অন্যদলে যোগ দিয়েছেন কতই। আমরা তো শুভেন্দু এর সময় ভেবেছিলাম তিনি বোধহয় অন্য দল তৈরি করবেন। তারপর দেখলাম বাদ্যের আয়োজন যত পুজো হলো না তত। মানে মিশে গেলো গতে।

তবে যুক্তির পর যুক্তির মালা চলবে। দিলীপ বাবু তারই সহকর্মীর প্রতি মানে সৌমিত্র খাঁ এর প্রতি চড়াও হবে, শাসক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ দিদির আমন্ত্রণে তাকে স্বাগত জানাবে - এইসব চলতেই থাকবে। তবে প্রশ্ন আসবে অনেক। সত্যিই কি তিনি দলে কোণঠাসা? তিনি কি লাইম লাইট এ আসতে চাইছেন? তিনি কি অন্য দলে যেতে চাইছেন? সৌজন্য না অভিসন্ধি? আবেগ না বাস্তব? এ রকম হাজারো প্রশ্ন আসবে। বিখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় লিখেছিলেন, 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' পাসপেক্ট বদলে এখন বলতে ইচ্ছে করছে প্রত্যেকে আমরা নিজের তরে! কি মানবেন তো!

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

জাপানে রবীন্দ্রনাথ: বাঙালি ও জাপানের সম্পর্কের নতুন অধ্যায়

এস ডি সুব্রত

বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ওকাকুরা সম্পর্ক বাংলা, বাঙালি ও জাপানের সাথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কারণ ওকাকুরা ছিলেন জাপানের জাতীয় জীবনের নবচেতনার ধারক ও বাহক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওকাকুরার কাছেই এশিয়াবাদ বা এশিয়ানিজম অথবা প্যান এশিয়ানিজম যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রাচ্যভাতৃবাদ' সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওকাকুরার সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্ক তৈরি হবার ফলে আমরা দেখতে পাই ক্রমান্বয়ে অনেকের সাথেই ওকাকুরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর সাথে। তবে প্রিয়ম্বদা দেবীর সাথেই তাঁর সম্পর্ক অনেক বেশী গাঢ় হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর সাথে ওকাকুরার পরিচয় নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করে।

ওকাকুরার সাথে পরিচিত ও সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সুযোগ পেয়ে যান। ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার জাপান যাত্রা করলেন। তোশামারু নামের একটি মালবাহী জাহাজে করে যাত্রা শুরু হলো। কবির সহযাত্রী বলতে জাহাজে ছিলেন মাত্র কয়েকজন- কবি নিজে, এ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন এবং মুকুল দে। জাহাজ ছাড়ার প্রাক্কালে কবির বেদনা ফুটে উঠল এভাবে- তবোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা, যাত্রা করবার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা, তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর - এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে আছে তখন বিদায়ের আয়োজনটা এইজন্যেই কষ্টকর; কেননা, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের পক্ষে মুশকিলের জায়গা,সেখানে তাকে দুই উলটো দিক সামলাতে হয়, সে একরকমের কঠিন ব্যায়াম। বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চলল না। অর্থাৎ, যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল; বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযাত্রী মুকুল দের লেখা থেকে জানা যায় জাপান যেতে প্রায় একমাস সময় লেগে যায়। জাপানের কোবে বন্দরে কবিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন ইয়োকোহামা টাইকান, পেন্টার কাটসুকু, কানো, কাওয়াগুচি প্রমুখ। মুকুল দে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ''১৯১৬ সালের মার্চ মাস। জাপান যাত্রার সূচনা হল 'তোশামারু' নামের একটি মালবাহী জাহাজে। সেই জাহাজে মানুষ-যাত্রী বলতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে এই চারজন মাত্র। জাহাজে অনবরতই টনটন লোহা-লক্কর, পাটের বস্তা বোঝাই হচ্ছে। অনেক বন্দরেই জাহাজ ভিড়ছে। মালবাহী জাহাজ বলে বন্দরে বন্দরে তার মাল তোলর, মাল খালাস করার আর বিরাম নেই। কাজেই জাপানে পৌঁছাতে সর্বসাকুল্যে একমাস লেগে গেল। রবীন্দ্রনাথের আগমনবার্তায় জাপানে রটে গেছে যে 'সেকেন্ড বুদ্ধ' আসছেন তাই বন্দরে বন্দরে সর্বত্র হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। জাপানের 'কোবে' বন্দরে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনার জন্য জাপানের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট ইয়োকোহামা টাইকান, পেন্টার কাটসুকা এছাড়াও শান্তিনিকেতনের জুজুৎসু শিক্ষক কানো আর জাপানের প্রিন্ট কাওয়াগুচি।''জাপান যাত্রায় কবিগুরুকে ঝক্কি ঝামেলাও কম পোহাতে হয়নি। সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লেও কবি তার নিখুত বিবরণ দিয়েছেন। জাপানি মাল্লারা ছুটোছুটি করছে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা করছে মাত্র; পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ তবু সে - সব বাধা ভেদ করে এক - একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠছে। কাপ্তেন আমাদের বারবার বললেন, ছোটো ঝড়, সামান্য ঝড়। এক সময় আমাদের স্টুয়ার্ড্ এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে ঝড়ের খাতিরে জাহাজের কী রকম পথ বদল হয়েছে, সেইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কম্বল সমস্ত ভিজে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে। আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।দ জাপান যাবার পথে হংকং বন্দরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি গুরু লিখেছেন, তমেঘ বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে; হংকং বন্দরের পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে, তাদের গায় বেয়ে বেয়ে ঝরনা ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে, দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেছে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরছে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলছেন, দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কট্ল্যাণ্ডের হ্রদের মতো; তেমনিতরো ঘন সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেমনিতরো ভিজে কম্বলের মতো আকাশের মেঘ, তেমনিতরো কুয়াশার ন্যাতা বুলিয়ে অল্প অল্প মুছে ফেলা জলস্থলের মূর্তি।দজাপানে পৌঁছে ওসাকা মহানগরীর টেন্নেজা হলে ১ জুন তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অখন্ডনীয় যুক্তি ও জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। জাপানী দৈনিক ওসাকা আসাই সিম্বুন পত্রিকার ৩রা জুন সংখ্যায় রবীন্ধনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার প্রশংসা করে লিখলেন, তযে মুহুর্তে স্যার রবীন্দ্রনাথ ভাষণ আরম্ভ করেন, সেই বিপুল জনসভা একেবারে শ্বাসরুদ্ধ নিস্তব্ধতায় পরিণত হয়। সমগ্র শ্রোতৃমন্ডলী তাঁর সুললিত সুমিষ্ট কোকিলবিনিন্দিত কন্ঠস্বর শ্রবণে মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। যখনই তিনি বুদ্ধদেবের দেশের সেই 'মহাভারতের' কথা উত্থাপন করেন, যখনই তিনি ভারত ও জাপানের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন, অমনই সভাগৃহ আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সভায় জাপানী সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণীয় অংশগুলোকে চিন্তার কারণ বলে উ্ল্লেখ করেছিলেন। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, জাপান কি করিয়া নিজস্ব সভ্যতার ধারা ও মূলসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করিবে? কবি চেয়েছিলেন ভারত ও জাপানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব চিরস্থায়ী হোক। তিনি জাপানী সংস্কৃতিতে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের উদাহরণ টেনে বলেন, একদিন ভারত হতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ জ্ঞানের ও সংস্কৃতির বর্ত্তিকা আনিয়া জাপানের চিত্তে যে শান্তি ও আনন্দের স্নিগ্ধালোক প্রজ্বলিত করেছিলেন।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথমবার জাপান সফরে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের সম্মুখে মেসেজ অব ইন্ডিয়া টু জাপান এবং স্পিরিট অব জাপান শীর্ষক দুটি বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার প্রশংসা করে জাপানী কবি নোগুচী লিখেছিলেন, তবিদেশীয়ের কন্ঠে এই সুললিত প্রাণস্পর্শী বাক্যাবলী প্রতিটি শ্রোতার চিত্তে এক গভীর ভাবের উদয় করিয়াছিল, তাঁহার সুমিষ্ট ভাষা ও বাক্য প্রতিজনের হৃদয়ে আনন্দ ও শান্তির প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছিল। ক্ষণিকের জন্য যেন মহানগরীর সমস্ত কলরব কর্মতৎপরতা মহামন্ত্রের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল, সেই ইট কাঠের রুক্ষ সভাগৃহ একটি মনোহর শান্তির আশ্রমে পরিণত হইয়া গেল।দ

কোবে, ইয়াকোহামা সহ জাপানের মহানগরীতে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। কবি যেখানেই যান সেখানেই ভক্তি বিনত চিত্তে কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তবে কবিকে সবচেয়ে বড় সম্বর্ধনা দেয়া হয় টোকিও শহরের উয়েনো উদ্যানে। এই সম্বর্ধনায় জাপানের দুইশত বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণীজনেরা বাঙালি কবিকে অভিনন্দিত করেন। যাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা, শিক্ষা মন্ত্রী ডা টাকাটা, কৃষি বিভাগের মন্ত্রী কোনো, ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডা ব্যারণ ইয়মকাউ, টোকিও নগরের প্রধান নাগরিক সহ প্রমুখ বিদগ্ধ গুণীজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অভ্যর্থনার বিবরণ কোবে হ্যারল্ড দৈনিক পত্রিকাতে ছাপা হয়। জাপানের অভিজাত এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বলতে আমরা জানি শা-দোও বা ঐতিহ্যবাহী চা-অনুষ্ঠান, ইকেবানা বা ফুলসজ্জা, বোনসাই, নিহোনগা বা ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা; মার্শাল আর্ট যেমন কেন্দোও, জুদোও, কারাতে; তেইএন বা বাগানচর্চা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এসবের প্রবল ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, যে কারণে ভারতে প্রচলন করতে আগ্রহী হয়ে অনুরোধ করেন জাপানি বন্ধুদেরকে। ফলস্বরূপ শান্তিনিকেতনে যান মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর স্ত্রী তোশিকো বসুর মাসতুতো বোন হাশিমোতো মাকিকো চা-অনুষ্ঠান এবং ইকেবানার প্রশিক্ষক হিসেবে, জুদোও প্রশিক্ষক হিসেবে যান সানো জিননোসুকে, শিনজোও তাকাগাকি, চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আরাই কাম্পো, কাৎসুতা শোওকিন প্রমুখ। জাপানের এই সংস্কৃতিগুলো শত শত বছর ধরে লালন ও সমৃদ্ধ করেছেন সামুরাই শাসকবর্গ এবং মহাসংস্কারোত্তর তাঁদের বংশধররা। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি নানা কারণে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান ভ্রমণ তাঁর জীবনেই শুধু নয়, ভারত তথা এশিয়ার ক্ষেত্রেও এক ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গভীর তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পাঁচবার জাপান ভ্রমণ করেছিলেন এবং জাপানদ্বারা প্রভূত প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বাঙালি এবং ভারতবাসী অজ্ঞাতপ্রায় বললে অতিরিক্ত বলা হয় না। অন্যদিকে, অনেক জাপানি যে তাঁর সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, শিক্ষাভাবনা, দর্শন, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাবাদ, প্রকৃতিচিন্তা, শিশুভাবনা, ধর্মচিন্তা, বিশ্বজনীনতাদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তারও ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। বলা যেতেই পারে যে, তাঁকে নিয়ে এত বিপুল ভাবনা ও মাতামাতি জাপানিরা যেভাবে করেছেন বিগত শতবর্ষ ধরে এমনটি বিশ্বের আর কোনো জাতি করেছে বলে মনে হয় না। এর কী কারণ সেটা অবশ্যই গবেষণার বিষয় । রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভ্রমণেই সুদূরপ্রসারী দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে যা 'রবীন্দ্র-জাপান সম্পর্ক' এবং 'ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে'র ভিত রচনা করে। প্রথম ঘটনা, ওয়াদা তোমিকো নামক এক উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। দ্বিতীয় ঘটনা, ১৯১৫ সালে পিএন ঠাকুর (প্রিয়নাথ ঠাকুর) ছদ্মনাম ধারণ করে ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জাপানে পালিয়ে এসে আশ্রয়গ্রহণ। জাপানের প্রথম মনস্তত্ত্ববিদ - ইংরেজিতে পারদর্শী ড. কোওরা তোমি ছিলেন জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, আন্তর্জাতিক নারীমুক্তি আন্দোলন, বিশ্বশান্তিবাদী আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী এবং দুবার জাতীয় সংসদ 'ডায়েটে'র নির্বাচিত সদস্যা। মূলত 'মিনশুতোও' বা 'ডেমোক্রেটিক পার্টি'র সদস্য হলেও চিন্তা ও চেতনায় তিনি ছিলেন আমৃত্যু সাম্যবাদী, শান্তিবাদী এবং প্রাচ্যদর্শী। দেশ, জাতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি 'কুননিতোও জুইহোওশোও' পদকে ভূষিত হন। তাছাড়া প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান 'তাইসেইয়োকু সানকাই' বা 'Imperial Rule Assistance Association' (১৯৪০-৪৫) এর মহিলাবিষয়ক সম্মানীত সদস্য ছিলেন। এহেন বড়মাপের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্ক জাপান-বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক ব্যতিক্রম আলোকোদ্দীপক অধ্যায়। দোভাষী থেকে ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদক এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থের রচয়িতা হয়ে উঠেছিলেন শ্রীমতী তোমি। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর রচনা নিয়ে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখে রেখে গেছেন জীবনভর।

P-5 AMAR BANGLA 06_05_2025_Layout 1 5/5/2025 9:59 PM Page 1

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা, মৃত্যু বাগনান থানার ৩ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সোমবার সকালে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাগনান খালনা রোডের ধারে তিনজনের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতদের নাম বিকাশ ঘোষ (৩০), রিতেশ ঘোষ (১৬), রাকেশ মণ্ডল (১৬)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালবেলা ওই এলাকা দিয়ে যাওয়া লোকজন রাস্তার ধারে তিনটি দেহ পড়ে থাকতে দেখে এবং পাশে একটি ক্ষতিগ্রস্ত মোটরসাইকেল পড়ে থাকতে দেখে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের খবর দিলে ঘটনাস্থলে বাগনান থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ তিনটি উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, ওই তিনজন জয়পুর

থানা এলাকার তেলিবেড়িয়া গ্রামে একটি কালীপুজো উপলক্ষ্যে গিয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অনুষ্ঠান শেষে রাতে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর বাইকটি একটি বাদাম গাছে ধাক্কা মারে। যার ফলে দ্রুত গতিতে আসা মোটরবাইকে থাকা তিনজন বাইক থেকে ছিটকে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। সম্ভবত গভীর রাতে নির্জন এলাকা হওয়ার জন্য কেউ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাতে পারেনি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তীব্র গতিতে মোটর বাইক চলায় এই মর্মান্তিক মৃত্যু। উল্লেখ্য, মৃতদের রিতেশ ও রাকেশ সদ্য মাধ্যমিক পাশ করেছে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এমনকী ওই পাড়ায় থাকা তিনটি কুকুরও ঝিমোচ্ছে। উল্লেখ্য এই তিন পথ কুকুরকে খুব ছোট থেকে মানুষ করেছিল মৃত ছাত্র দু'জন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে রবিবার যাবার সময় এই তিন কুকুর তাদের পথ আগলে ছিল এবং চিৎকার চেঁচামেচি করে বোধহয় যেতে নিষেধ করেছিল- এমন কথাই ঘোরাফেরা করছে সহজ সরল শোক স্তব্ধ মানুষগুলোর মধ্যে। তাহলে প্রিয় কুকুর কি জানতে পেরেছিল তাদের প্রভুর শেষ পরিণতি? আপাততভাবে এটি কুসংস্কার মনে হলেও পশুপ্রেমীরা জানিয়েছেন, 'এরা আগাম বিপদের সংকেত পায়।' এদিকে সদ্য মাধ্যমিক পাশ করা দুই ছাত্র এবং এক যুবকের মৃত্যুতে বাগনান-খালনা রোডের ওই এলাকাতেও গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ, জামালপুরে বিজেপির মণ্ডল সভাপতির কুশপুতুল দাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে দলীয় সভাপতির বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিল বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি প্রধান চন্দ্র পালের কুশপুতুল দাহ করলেন দলেরই একাংশ কর্মী ও সমর্থক। ঘটনার সূত্রপাত অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে। সেই সরকারি অনুষ্ঠানে জামালপুর ব্লক অফিসে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে অনুষ্ঠান দেখতে দেখা যায় প্রধান চন্দ্র পালকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সোমবার জামালপুরের বিজেপি কার্যালয়ে ক্ষুব্ধ কর্মীরা জমায়েত হন এবং প্রধানবাবুর কুশপুতুল দাহ করেন। তাঁদের দাবি, একজন বিজেপি নেতা হয়ে শাসকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখা দলবিরোধী আচরণ।

যদিও প্রধান চন্দ্র পাল আগেই জানিয়েছিলেন, 'ওটা কোনো দলীয় অনুষ্ঠান নয়, সরকারি অনুষ্ঠান। আমায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তাই উপস্থিত ছিলাম।'

বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব এই বিষয়ে এখনই মুখ খুলতে চাইছেন না। কুশপুতুল দাহে উপস্থিত ছিলেন না জামালপুর ব্লকের অন্য কোনো মণ্ডল সভাপতি বা বড় মাপের নেতা। তৃণমূল নেতা হৃদয় চাঁদ সূত্রধর জানায়েছেন, উনি রাজনৈতিক ভাবে অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলেই দিঘার অনুষ্ঠান দেখেছেন। ওনাদের দলের কাজই হল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা।

কাদা মাখা রাস্তা হয়ে উঠছে চলাচলের অযোগ্য, সমস্যায় গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বর্তমান সময়ে চলছে ধান কাটার মরসুম। আর ধান কেটে ট্রাক্টরে করে নিয়ে ওঠা হচ্ছে রাস্তায়। আর ট্রাক্টরের চাকার তলায় লেগে থাকা কাদা রাস্তু স্তার ওপর পড়ে, রাস্তার অবস্থা হয়েছে ভয়ানক। আর তার ওপর বৃষ্টি পড়ার ফলে সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল একদমই বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। কালনা থানার অন্তর্গত কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুরের গ্রাম পঞ্চায়েতের তালার মোড় থেকে দেবীপুর স্টেশন যাওয়ার পাকা রাস্তায় এমনই বেহাল চিত্র। কাদা রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। শুধু ধান কাটার ট্রাক্টর নয় মাটি মাফিয়ারাও জমি থেকে মাটি কেটে ট্রাক্টরের সাহায্যে মাটি পাচার করতে গিয়েও রাস্তায় মাটি পরে হচ্ছে ভয়ানক অবস্থা। আর বৃষ্টি হলে এই রাস্তা দিয়ে চলাচলের একদমই অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। ফলে কোনো গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না রাস্তা দিয়ে। অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন এমনটাই চাইছেন এলাকাবাসীরা। স্থানীয় এলাকাবাসীরা জানান, প্রশাসন দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, যাতে মাঠ থেকে কাদা ভর্তি গাড়ি রাস্তায় না চলাচল করে। কালনা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোমবারী মুর্মু হাজরা বলেন, প্রশাসনিক স্তরে প্রচার করা হচ্ছে, যারা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত গাড়ির মালিকদের রাস্তা পরিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে।

জেলা পরিষদের নতুন মেন্টর ও কো-মেন্টার নিযুক্ত হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: জেলা পরিষদের মেন্টর পদে বসলেন অশোকনগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার উপ পুরপ্রধান ধীমান রায়। এবং কো-মেন্টার পদ পেলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী মেন্টর ধীমান রায়ের হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরসাদ উদ জামান, পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ দীপক লাহিড়ি, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, এর আগে জেলা পরিষদের মেন্টর ছিলেন বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ ও কো-মেন্টার ছিলেন মনোজ রায়। দলের নির্দেশে তাদের পরিবর্তে ধীমান রায় ও বিশ্বজিৎ দাসকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরা দুজনেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভাবে দক্ষ।

আইএসসি পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান প্রাপ্ত গরিমা ও মাধ্যমিকে একাদশ স্থানাধিকারী সৌম্যদীপকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সর্বভারতীয় পরীক্ষা আইএসসি দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ স্থান অধিকার করল। হুগলির উত্তরপাড়ার পারমার রোডের বাসিন্দা গরিমা রায় তিনি আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন দুটো সাবজেক্টে ১০০ করে নম্বর পেয়েছেন বাকি তিনটি সাবজেক্টে ৯৬ ও ৯৮ করে নম্বর পেয়েছেন। উত্তরপাড়া পুরসভা তাকে সংবর্ধনা দিল। তার বাড়িতে গিয়ে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব নিজে গিয়ে সংবর্ধনা দিলেন, উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর অমিতাভ মুখার্জি, অর্ণব রায়, পার্থ মজুমদার সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় একাদশ স্থান পেল হিন্দমোটরের সৌম্যদীপ কংসবণিক, সে শ্রীরামপুরের মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্কুলের ছাত্র। তার বাড়ি হিন্দমোটরের জয়ন্ত নগর এলাকায়, তার বাড়িতে গিয়েও উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলররা সংবর্ধনা জানান। সৌম্যদীপ বলে, তার খুব ভালো লাগছে, সে ভেবেছিল এক থেকে দশের মধ্যে থাকবে। পরের পরীক্ষা আছে ভালো রেজাল্ট করবে। সে দিনে ৮-১০ ঘণ্টা পড়াশোনা করত, ভবিষ্যতে তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা আছে। তার স্কুলের শিক্ষকরা ও মা-বাবা খুব গাইড করেছেন। সৌম্যদীপ কংসবণিকের

বাবা একজন বিজ্ঞানের প্রাইভেট শিক্ষক, মা গৃহবধূ। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, এবার উত্তরপাড়া ও হিন্দমোটরে মাধ্যমিক পরীক্ষা ও দিল্লি বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফল করেছে। উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা সংবর্ধনা জানালাম। আশা করব ভবিষ্যতে তারা আরও সফল হবে।

রেশন সামগ্রী পাচার রুখে দিল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ, গ্রেপ্তার ১

উদ্ধার ২৫০০ কেজি রেশন সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভিন রাজ্যে রেশন সামগ্রী পাচার করার আগে ২৫০০ কেজি রেশন সামগ্রী উদ্ধার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত বাংলা ও ওড়িশার সীমান্ত লাগোয়া চুনখুলিয়া নাকা পয়েন্টে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম অশোক খামরি। তার বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার নয়াগ্রামে। সোমবার অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক আট দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে একটি পিকআপ ভ্যানে ২৫০০ কেজি রেশন সামগ্রী নিয়ে বেলিয়াবেড়া থানার রান্টুয়া এলাকা থেকে গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম হয়ে ওড়িশা যাচ্ছিল। নয়াগ্রাম থানার চুনখুলিয়া এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিংয়ে পিকআপ ভ্যানটিকে সন্দেহ হওয়ায় আটক করে পুলিশ। সেখানে রেশন সামগ্রীর বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পিকআপ ভ্যানের মধ্যে থাকা ২৫০০ কেজি রেশন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত এবং এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নয়াগ্রাম থানার আইসি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে নাকা চেকিং চালানোর সময় রেশন সামগ্রী পাচার রুখে দিল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। এই প্রসঙ্গে গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সরফরাজ বলেন, পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর থাকায় পুলিশ নাকা চেকিং চালিয়ে উদ্ধার করেছে রেশন সামগ্রী। ঘটনায় গাড়ির চালককে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'খোঁজো, ধরো, ফেরত পাঠাও' স্লোগানে সরব

পাকিস্তানি নাগরিক চিহ্নিত করে ফেরতের দাবিতে ডেপুটেশন জেলাশাসককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বধমান: পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠানোর দাবিতে উত্তাল পূর্ব বর্ধমান। 'খোঁজো, ধরো, ফেরত পাঠাও' স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে জেলা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সকালে বর্ধমান রেলস্টেশন চত্বর থেকে মিছিল করে বিজেপি কর্মীরা পৌঁছন কার্জন গেট চত্বরে। সেখানে পুলিশি ব্যারিকেডে আটকে দেওয়ায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেট। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চ্যাটার্জি এবং জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা। পরে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার পর কার্জন গেটে পথসভা

করেন লকেট চ্যাটার্জি। সেখানে দিঘার জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুর্শিদাবাদ সফর নিয়েও কটাক্ষ করেন লকেট। তাঁর প্রশ্ন, 'ঘটনার পেছনে যদি বাইরের লোক থাকে, তবে রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থ কেন, রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি এদিন জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশনে পূর্ব বর্ধমান জেলায় কোথায় পাকিস্তানের বাসিন্দা থাকে তাদের চিহ্নিত করে যাতে পাকিস্তানে পাঠানো হয় সেই দাবি জানানো হয়েছে।

মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশের সমন্বয় বৈঠক গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চুরি ও ডাকাতি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি মন্দির কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে সমন্বয়ে বৈঠক গোঘাট থানার পুলিশের। আরামবাগ মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট থানার ওসি মধুসূদন পাল সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও গোঘাট বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মন্দির কর্তৃপক্ষ। গোঘাট থানায় এই বৈঠক হয়। প্রসঙ্গত, আরামবাগ মহকুমা মধ্যে গোঘাট জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক মন্দির রয়েছে। এই সব মন্দিরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগ জড়িত। তাছাড়া বেশ কয়েক বছর আগে আরামবাগ মহকুমা জুড়েই বেশ কয়েকটি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। আরামবাগ থানার তৎপরতায় বেশ কিছু দুষ্কৃতী গ্রেপ্তারও হয়। এদিকে গোঘাটের বালি এলাকার দুই তিনটি মন্দিরেও চুরি হয় কয়েক বছর আগে। সেই থেকেই মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে জোরালো দাবি ওঠে। এদিন গোঘাট থানায় সমন্বয়ে বৈঠকে পুলিশ মন্দিরের নিরাপত্তার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। পুলিশি টহল বাড়ানোর পাশাপাশি মন্দিরগুলিতে সিসিটিভি বসানো থেকে শুরু করে অ্যালার্ম বসানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বিষয়ে গোঘাটের রাজ গ্রামের একটি মন্দির কমিটির সদস্য শিশির মুখার্জি বলেন, গোঘাটের বিভিন্ন মন্দিরের নিরাপত্তার বিষয়ে এই বৈঠক খুবই প্রাসঙ্গিক। গ্রামের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে পুলিশের নির্দেশগুলি কার্যকরী করা হবে। অপরদিকে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, অনেক দিন ধরেই মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছিল। এদিন মন্দির কমিটির সদস্য নিয়ে তাই বৈঠক করা হল। বিভিন্ন মন্দির কমিটির সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা হল।

মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: মাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী কোতুলপুর সরোজ বাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঈশানী চক্রবর্তীর পাশে আছে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক। সোমবার তার বাড়িতে গিয়ে এমনই আশ্বাস দিলেন ওই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের কোতুলপুর শাখার আধিকারিকরা।

এদিন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে চিফ ম্যানেজার সত্যেন্দ্র নারায়ণ, কোতুলপুর শাখার ফিল্ড সুপার ভাইজার সাহেব দত্ত সহ অন্যান্যরা ঈশানীদের বাড়িতে যান। তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেন তাঁরা।

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে চিফ ম্যানেজার সত্যেন্দ্র নারায়ণ, কোতুলপুর শাখার পক্ষে সাহেব দত্তরা বলেন, কৃতি ছাত্রী ঈশানীকে আমরা সংবর্ধনা জানালাম, উনি আরও এগিয়ে যান। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তাঁরা কাজ করেন, সেই কারণেই এখানে আসা বলে তারা জানান।

'সনাতনী ছাড়া কাউকে জমি বিক্রি করবেন না, সনাতনী ছাড়া কাউকে বাড়ি ভাড়া দেবেন না'

জেলা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশনে সৌমিত্র খাঁ'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'সনাতনীদের ছাড়া কাউকে জমি বিক্রি করবেন না, সনাতনীদের ছাড়া কাউকে বাড়ি ভাড়া দেবেন না'- বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তরে বিজেপির ডেপুটেশনে যোগ দিয়ে এই ভাষাতেই প্রকাশ্যে নিদান দিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। এ রাজ্যের জেলায় জেলায় বসবাসকারী পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর দাবিতে বাঁকুড়ায় জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিষ্ণুপুরের সাংসদ প্রকাশ্যে বলেন, 'এ রাজ্যের অনেকে বুঝতে পারছেন না, অনেকে ভাবছেন যে বাড়ি আপনি বানিয়েছেন সেই বাড়িতে আপনি থাকবেন। কিন্তু না। আপনারা ছেলে মেয়েরা বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাবে। আর আপনি মারা গেলে আপনার বাড়ির দখল নেবে রোহিঙ্গারা।' এরপরই বাঁকুড়ার মানুষকে সতর্ক করে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের জমি বিক্রি করবেন না। সনাতনী ছাড়া কাউকে জমি বিক্রি করবেন না এবং সনাতনী ছাড়া বাড়ি ভাড়া দেবেন না। দরকার হলে কম খান তবু তাদের জমি বিক্রি করবেন না বা বাড়ি ভাড়া দেবেন না।' পরে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'কলকাতার ৯০ শতাংশ বাড়ি এভাবেই দখল করে নিয়েছে। বাঁকুড়ায় যেন তেমনটা না হয় তারজন্যেই আমার অনুরোধ সনাতনী ও হিন্দুদের ছাড়া জমি বিক্রি বা বাড়ি ভাড়া দেবেন না।'

WBSCARDB EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Registered office: 25-D, Shakespeare Sarani, Kolkata- 700 017

Address for communication: ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, CIT Scheme- VIII (M), Ultadanga, Kolkata- 700 067, Regd. No. 141 Dt. 14.10.1969,

Phone: 033-2356-0028, 033-2356-0065, Email: wbscardb@gmail.com

NOTICE

It is hereby informed to all members of the WBSCARDB Employees' Co-Operative Credit Society Ltd. that Draft voter list and schedule of Board of Directors election of the society is going to be published on 07.05.2025 and a Special General Meeting will be held on 20.06.2025 from 12 Noon onwards at ICMARD Building, Ultadanga, Kolkata- 700 067 to elect 9 Nos. of Board of Directors. Date of distribution and submission of nomination form: 23 & 26.05.2025 from 12 Noon to 4 PM. Scrutiny of Nomination will be held on 28.05.2025 from 12 Noon onwards. For detailed information, claims & objections regarding draft voter list, if any, the members are requested to contact above mentioned Office of the Society.

Sd/- (Upanita Chatterjee) Assistant Returning Officer

Sd/- (Gautam Basu) Assistant Returning Officer

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864

রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭

ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	পি চন্দ্রশেখরা	০০১২৮১৭	২৪৫৮	৪৫৮৩০০১-৪৫৮৪৭৫০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে স্বা/- **নীতিন শর্মা** (কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি

তারিখ: ০৫ মে, ২০২৫

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রা. লি.
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৬ মে ২০১৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U70102WB2015PTC206242
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৩৭, শেক্সপীয়র সরণি, এস বি টাওয়ার, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৯ এপ্রিল ২০২৫ (অর্ডার আপলোড হয়েছে ৩০.০৪.২০২৫ তারিখে)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৬ অক্টোবর ২০২৫ (২৯.০৪.২০২৫ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	তৃপ্তি আগরওয়াল IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-24/14316
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : ৯সি, একতা রেসিডেন্সি, ১৭৪এ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **ইমেল : ip.tripti@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : ১২, পার্ক লেন ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬ **ইমেল : cirp.sovastores@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৩ মে ২০২৫ (২৯.০৪.২০২৫ থেকে ১৪ দিন)
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	শ্রেণি (গুলির) নাম : প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: (ক) https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (খ) সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে মেসার্স শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৯ এপ্রিল ২০২৫ (অর্ডার আপলোড হয়েছে ৩০.০৪.২০২৫) তারিখে।

মেসার্স শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৩ মে ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তৃপ্তি আগরওয়াল

আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-2024/14316

শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি প্রক্রিয়াধীন) এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার (আইআরপি)

এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫

স্থান : কলকাতা

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

নরপ্লেক্স ওক ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN : L25209WB1983PLC036991

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

৪১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নরপ্লেক্স ওক ইন্ডিয়া লিমিটেড (কোম্পানি) এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে **শুক্রবার, ৩০ মে ২০২৫ তারিখ বেলা ১ টায় আইএসটি** কোম্পানির নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে সভা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারিত হয়েছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) প্রযোজ্য সকল সংস্থান এবং বিধিনিয়ম এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস অধীনে (লিস্টিং রেগুলেশনস এবং তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫মে ২০২০, ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত (এমসিএ) এবং মাস্টার সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি২/সিআইআর/পি/২০২৩/১২০ তারিখ ১ জুলাই ২০২৩, সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত, তৎসহ অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত (যৌথভাবে সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ৪১ তম এজিএম এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের আর্থিক বিবৃতি সহ বোর্ডের রিপোর্ট, নিরীক্ষকের রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথিপত্র এতে সংযুক্ত করতে হবে, ৫ মে ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ... [illegible]

নরপ্লেক্স ওক লিমিটেডের পক্ষে স্বা/- সাবির আহমেদ ডিন : ০৯৫৭৩৩৬৩

স্থান : কলকাতা

লিংক সমস্যায় পেট্রাপোল বন্দরে কমেছে রপ্তানি ও আমদানি, কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: লিংক সমস্যায় পেট্রাপোল বন্দরে কমেছে রপ্তানি ও আমদানি, কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি ব্যবসায়ীদের। ভারতের অর্থমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাল পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক। এপ্রিলের ২৮ তারিখ থেকে হঠাৎ পেট্রাপোল বন্দরে লিংক সমস্যা দেখা দিয়েছে। যার কারণে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে রপ্তানি ও আমদানি অনেকটা কমে গিয়েছে। বন্দর সূত্রে খবর আগে যেখানে প্রতিদিন ৩৫০ থেকে ৪০০ গাড়ি পণ্য রপ্তানি ও আমদানি হত পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে এখন সেই সংখ্যাটা কমে প্রতিদিন দাড়িয়েছে ১০০ থেকে ১৫০ গাড়িতে। রপ্তানি কমেছে, বেশি পরিমাণে আমদানি উপরে প্রভাব পড়লেও অন্য পোর্ট থেকে লিংক সংক্রান্ত কাজ করিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমদানি হচ্ছে কিছুটা। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন ব্যবসায়ীরা। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, কাস্টমসের থেকে ইন্টারনেট অসুবিধার কারণে এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ইজিএম (এক্সপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট) ও আইজিএম (ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট) বের করতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে অন্য বন্দর থেকে আইজেএম বের করে এনে আমদানি চালানো হচ্ছে। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে ২৮ এপ্রিল থেকে পেট্রাপোল বন্দরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি কমে গিয়েছে। প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। ফলে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামকে ই-মেইলের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন করা হয়েছে। অন্যদিকে আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, লিংক সমস্যার কারণে ব্যবসায়ীদের কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সমস্যার সমাধানের জন্য কাস্টমসের আধিকারিকদের আরো সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেন। যদিও পেট্রাপোল বন্দর কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অসুস্থ রাজমিস্ত্রির ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ৬৪৮ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘাটালের রাকেশ সামন্তর পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন বিধায়ক শীতল কপাট। রাকেশের বাবা ঘাটাল পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা শীতল সামন্ত রাজমিস্ত্রি ছিলেন। তিন বছর আগে কাজ করার সময় আহত হন। বর্তমানে তিনি শয্যাশায়ী। বাড়ির আর্থিক অবস্থা তাই খুব খারাপ। এজন্য রাকেশ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৪৮ নম্বর পাওয়ায় সবাই খুশি হলেও আগামী দিনের কথা ভেবে কার্যত দিশাহারা পরিস্থিতি পরিবারে। এই অবস্থায় রাকেশের পাশে এসে দাঁড়ালেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। তিনি রাকেশের উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশুনোর সমস্ত খরচ বহন করবেন বলে জানিয়েছেন। তাদের বাড়িতে গিয়ে রাকেশ ও তার পরিবারকে মিষ্টিমুখ করিয়েছেন। স্থানীয় বিধায়ক ছেলের আগামী দিনের পড়াশোনার দায়িত্ব বিধায়ক নিজের কাঁধে তুলে নেওয়াতে যথেষ্ট খুশি হয়েছেন রাকেশের বাবা শীতল সামন্ত।

কার্ল মার্কসের জন্মদিনে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কার্ল মার্কসের ২০৮ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন বাম নেতারা। কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে গোপালগঞ্জে দপ্তরের কার্যালয়ে এদিন তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বাম নেতারা। পাশাপাশি, কাল মার্কসের দর্শন ও তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উপর বক্তব্য রাখেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক রণজিৎ কুমার তালুকদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অজিত সূত্রধর, কৃষক ফ্রন্টের পক্ষে কান্তি ভূষণ সরকার, শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃত্ব অমৃত মণ্ডল প্রমুখ।

বিধবাকে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ২, পলাতক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মধ্যবয়স্ক এক বিধবাকে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ালো গাজোলে। ওই মহিলার চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে দুই অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ঘটনার সময় আরো এক অভিযুক্ত সুযোগ বুঝে ওই এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আর তারপরেই দুই অভিযুক্তকে মহিলার ওপর নির্যাতন ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ তুলে ব্যাপক গণপিটুনি দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। রবিবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব অনন্তপুর এলাকায়। রাতেই গণপিটুনির হাত থেকে ওই দুই যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর তাদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। পাশাপাশি নির্যাতিতা ওই মহিলাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সোমবার ধৃত দুইজনকেই মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দু'জনের নাম ওহিদুর রহমান ও রফিকুল ইসলাম। পাশাপাশি মজনু রহমান নামে আরও এক যুবক পলাতক রয়েছে। এই তিনজনের বাড়ি পূর্ব অনন্তপুরে। একই গ্রামের বাসিন্দা ওই বিধবা মহিলা। এদিন রাতে হঠাৎই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুটি ছাগল, একটি গোরুর বাছুরকে আনতে যায় ওই মহিলা। সেই সময় সুযোগ বুঝেই প্রতিবেশী তিন যুবক ওই মহিলার মুখ চেপে পাশের ভুট্টার খেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। সেই সময় বাঁধা দেওয়ায় ওই মহিলাকে ব্যাপক মারধর করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন আগেই ওই মহিলার স্বামী মারা গিয়েছেন। ৪০ বছর বয়সি ওই মহিলার দুই ২০ এবং ২২ বছর বয়সি ছেলে রয়েছে। তারাও বাইরে কাজ করেন। ঘটনার দিন বাড়িতে দুই ছেলে ছিল না। এদিকে এই ঘটনার পর আক্রান্ত এই মহিলার সঙ্গে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন। তিনি বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। যারা ওই মহিলার ওপর হামলা চালিয়েছে তাদের দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আরো একজন পলাতক। প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নির্যাতন চালানো হয়। ধর্ষণের চেষ্টা করে তিন অভিযুক্ত। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে একজন পালিয়ে যায়। বাকি দু'জন ধরা পড়ে যায়। তাদের ব্যাপক গণপিটুনি দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। রীতিমতো আধমরা অবস্থায় ওই দু'জনকে জনরোষ থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাদের মেডিক্যাল কলেজে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েই সোমবার মালদা আদালতে পেশ করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.co.in

অতিরিক্ত বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের নোটিশ

ক্রম নং	লকার ধারণকারীর নাম	ঠিকানা	অতিরিক্ত বকেয়া লকার ভাড়া	প্রেরিত নোটিশ-গুলির বিস্তারিত	কবে থেকে বকেয়া	শাখা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	টিংকু কেডিয়া	গ্রাম -জামুরিয়া হাট পো: জামুরিয়া হাট, জেলা বর্ধমান জামুরিয়া বাজার, জেলা - বর্ধমান পব - ৭১৩৩৩৬	১৫০০০ এবং জিএসটি	১) ০১.১১.২০২৪ ২)১১.১২.২০২৪ ৩)১৮.০৩.২০২৫	০১.০৫.২০১৫	জামুরিয়া
২	প্রদীপ কুমার হালদার	মান্দারন ইটাচুনা হুগলি	১৬৫০০ এবং জিএসটি	১) ১২.০৭.২০২৪ ২) ২০.১২.২০২৪ ৩) ০৬.০৩.২০২৫	১৪.০৪.২০১৫	বর্ধমান

উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখাগুলিতে (৭ নং কলামে উল্লিখিত মতে) উল্লিখিত নিকট সকল লকার ব্যবহারকারীগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়েছে অতিরিক্ত বকেয়া লকার ভাড়া , যা ৫ নং কলামে উল্লেখ করা হয়েছে প্রদানের জন্য। কিন্তু বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তা মেটানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট সকল লকাল ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট ৪ নং কলামে উল্লিখিত অতিরিক্ত বকেয়া ভাড়া এই নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া অতিরিক্ত লকার ভাড়া আদায় না দিলে ব্যাঙ্ক ভাড়া প্রদান না করায় সংশ্লিষ্ট লকারগুলি ভেঙে খুলতে, লকারধারীদের ব্যয়ে, শুল্কে এবং চার্জ তাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি এবং দায়িত্বে।

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫, স্থান : বর্ধমান — অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি -sanghamitra.gupta@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৩.০৫.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ	নিলামের তারিখ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি
১	শ্রী রাসবিহারী পাত্র (রাসবিহারী) পিতা পূর্ণ চন্দ্র পাত্র গ্রাম : পানা, পো : দোরো জয়নগর, থানা : দুর্গাচক,হলদিয়া,জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৩৫, পশ্চিমবঙ্গ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত অংশ তিন এবং অংশত চারতলা বসবাসের ভবন, মৌজা : পানা, জেএল নং ১০৫, আরএস নং ১৫৮০, খতিয়ান নং ২২০, এলআর খতিয়ান নং ৬১৫/৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৬৩, প্রেমিসেস নং এন-৩৪৫, গৌরী মঠ গিরিশ মোড়, ওয়ার্ড নং ০৩, হলদিয়া পুরসভা অধীন, থানা : দুর্গাচক পো : দুরাজয়নগর, পিন : ৭২১৬৩৫, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, এরিয়া ০৮ ডেসিমেল কমবেশি অংশ তিন এবং অংশত চারতলা ভবন, সম্পত্তি শ্রী রাসবিহারী পাত্র (রাসবিহারী) এর নামে, উল্লেখ দলিল নং ১-৩০০০/২০০১। জমির শ্রেণি : বাস্তু। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুকুর, দক্ষিণে : ৮ ফুট পানা রোড, পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে বিমল মন্ডলের ভবন। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।**	২৬,৩২,০১০.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ বত্রিশ হাজার দশ টাকা) ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ৫৭,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৭৪,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	নিলামের তারিখ ২৩.০৫.২০২৫ যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৭৫৫০৯০০০৪৯

পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৬.০৫.২০২৫ সময় - সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫ স্থান : কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 06.12.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. রিক্রিয়েশন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (ইহার ডাইরেক্টর হেমন্ত সিকারিয়া মাধ্যমে) 2. হেমন্ত সিকারিয়া 3. সুচি সিকারিয়া	**অনুসূচি - I** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং 505, পাঁচতলায় থাকা প্রায় 405 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ আয়তন পরিমাপযুক্ত, প্রায় 3 কাঠা 3 ছটাক এবং 36 বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত, মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 17এ, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট (পূর্বতন মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 17, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটের অংশ গঠন করা), কোলকাতা – 700 007, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 22, পোস্তা থানার (পূর্বতন বড়বাজার) অধীনস্থ কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সীমার মধ্যেই একত্রে কথিত পরিসরের জমিতে আনুপাতিক এবং অবিচ্ছেদ্য শরিকানা তথা কমন এরিয়াতে ব্যবহারকারীর কমন অধিকার আর কথিত ইমারতের সুবিধাদি সহ এবং পরিসর নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : চতুর্সীমা — পূর্ব: 16 ফুট চওড়া রাস্তা/রতন সরকার স্ট্রীট দ্বারা; পশ্চিম: G+1 তলা ইমারত/পরিসর নং 24/1'র প্যাসেজ এবং ড্রেনেজ, মহর্ষী দেবেন্দ্র রোড দ্বারা; উত্তর: G+1 তলা ইমারত/পরিসর নং 2'র প্যাসেজ, মহর্ষী দেবেন্দ্র রোড দ্বারা; দক্ষিণ: মন্দির/কথিত পরিসর নং 17'র অবশিষ্ট অংশ হওয়া লট-'এ' (দেবত্র অংশ), রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট দ্বারা	KOLHL180 00515	23.12.2024	টাঃ 4,95,720/-	টাঃ 31,27,572.80/-	টাঃ 49,57,200/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সমস্ত কাজের দিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	27.05.2025 বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI অহিনের বধীনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **26/05/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **27/05/2025**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **28/05/2025**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ **''নাম – হাসান আববাস এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিঃ – কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098. যোগাযোগের নং 022-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 06.05.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.০১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী অজয় ধানি (স্বত্বা - মেসার্স চণ্ডীমাতা ট্রেডার্স)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২১,৪৬,১৬৬.৯৬ টাকা (একুশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার একশ ছেষট্টি টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা)** পরবর্তী সুদ বার্ষিক ১১.২৬ শতাংশ যৌগিক হারে মাস অন্তর, এবং সকল ব্যয়, চার্জ এবং পুঞ্জীভূত ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **৩ মে ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২১,৪৬,১৬৬.৯৬ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি, ভবন এবং নির্মাণ , অবস্থিত মৌজা : চাঁদিনী সাহেবগঞ্জ, জেএল নং ৭, আরএস প্লট নং ৭৮/১০৮৯, এলআর প্লট নং ৭১৫, খতিয়ান নং ২৭৫৫, সিউড়ি, বীরভূম, ০.০০৫ একর **সম্পত্তি শ্রী অজয় ধানী এর নামে,** শ্রেণি-বাস্তু। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। পশ্চিমে : শিব মন্দির।

তারিখ- ০৫.০৫.২০২৫
স্থান- সুরি
অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব নেশনাল বেঙ্ক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

সার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **সামিম আকতার সরকার** পিতা সাখাউদ্দিন সরকার **এবং লাভলি খাতুন** প্রযত্নে মোজাম্মেল হক। খ) **ইসলামপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : কসবাগোয়াস,জেএল নং ৬১, দাগ নং আরএস এবং এলআর ১৭০৫, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৯৫, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া পরিমাণ ০৪ ডেসিমেল, ইসলামপুর চক গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গোয়াস বাজার এর নিকট, পো : গোয়াস, থানা : ইসলামপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, রেজি অফিস জেলা রেজিস্ট্রার মুর্শিদাবাদ , বিক্রয় দলিল নং ৩৯৬৩-২০০১ সালের, সম্পত্তি সামিম আকতাল সরকার পিতা সাখাউদ্দিন সরকারের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পিচ রোড, পূর্বে : মুর্তাজ সরকারের খালি জমি, দক্ষিণে : বীরেন সাহার খালি জমি, পশ্চিমে : কদম শেখের গুদাম।	**ক) ১১.০২.২০২৫ খ) ০৩.০৫.২০২৫ গ) ১০,০৯,৯৫৯.০০ টাকা (দশ লাখ নয় হাজার নশো উনষাট টাকা) টাকা ৩১.০১.২০২৫ অনুযায়ী এবং ৩১.০১.২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ**

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৫
স্থান : ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২২.০৫.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে** ২২.০৫.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **১,৯৮,৭৩,১৯৩.৮৫ টাকা (এক কোটি আটানব্বই লাখ তিয়াত্তর হাজার একশ তিরানব্বই টাকা এবং পঁচাশি পয়সা)** ০২.০১.২০২৪ **অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং খরচ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **নিয়োগী অটোমোবাইলস, অংশীদারগণ এবং জামিনদাতাগণ : ১) দেবপ্রতীম নিয়োগী ২) শ্রীমীত দীপ্তি নিয়োগী কর্পোরেট জামিনদাতা : নিয়োগী অটো প্রা. লি.**-এর কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ

সম্পত্তি নং ১ : ৬৩৮.০০ লাখ টাকা বায়না জমা : **৬৩,৮০,০০০.০০ টাকা**
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১,০০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মেসার্স নিয়োগী অটো প্রাইভেট লিমিটেড-দলিল নং ১-৫৬৫০-২০০৬ সালের।
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত লিজ দলিল নং নং ১-৫৬৫০ তারিখ : ১০.১০.২০০৬ সম্পাদিত এডিএসআর দুর্গাপুর, বর্ধমান , মেসার্স নিয়োগী অটো (প্রা) লি এর অনুকূলে এবং তদস্থিত বহুতল ভবন এরিয়া ১৪০০০ বর্গফুট (আনুমানিক) ১৯০০০ বর্গফুট থেকে (আনুমানিক), সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক জমি এরিয়া পরিমাণ ৮.০০ কাঠা/বা ৫৭৬০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্লট নং বাল্ক ব্লক/সেক্টর দক্ষিণ জি টি রোড, প্লট নং সিএস ৩৩৯৫(অংশ) মৌজা : ফরিদপুর, জেএল নং ৭৪, তৌজি নং ১, সিটি সেন্টার, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৬, ১৯০০০ বর্গফুট জমির থেকে (আনুমানিক) জমির অংশ এবং ভবন বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত নয়:
ক) এরিয়া ১০৬৮ বর্গফুট একতলায় এবং ৩৯৩২ বর্গফুট দোতলায় এবং ৩০০ বর্গফুট একতলায় বিনা শুল্কে ব্যাবহার করা যাবে ডিজেল জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার, ম্যান হোলস, আর্থ পিঠ এবং ফাইবার পাথ এর জন্য এবং এইচভিএসি এবং ওডিইউ এর বিনা শুল্কে ব্যবহার করা যাবে আনুমানিক ১০০ বর্গফুট পাশের দেওয়াল ঘেঁষে এবং ভি-স্যাট আনুমানিক ১০০ বর্গফুট ছাদে বিনা শুল্কে ব্যবহারের জন্য এবং অবিভক্ত লিজভুক্ত জমির যথাযথ অংশ ভোগ দখল এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত যা বিশেষভাবে সাবলিজ দলিলে বর্ণিত মতে : নং ১-০১৭১৭/১৫ তাং ২১.০৪.২০১৫ মেসার্স নিয়োগী অটো (প্রা) লি এবং রিলায়েন্স কর্পোরেট আইটি পার্ক লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ রেজিস্টার্ড অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -৩, কলকাতা সমীপে **এবং**
খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১০০ বর্গফুট একতলায় আর্থ পিঠ সংস্থাপন এবং ম্যানহোলস এবং ৩২০ বর্গফুট ছাদের উপর পোল/মাস্ট এবং ছাদের/টেরেসে সংস্থাপন আরও বিশেষভাবে চুক্তিতে উল্লিখিত মতে লাইসেন্স তাং ২৯.০৪.২০১৫অনুযায়ী মেসার্স নিয়োগী অটো (প্রা) লি এবং রিলায়েনল জিও ইনফোকম লিমিটেডের , নোটারিকৃত আলিপুর পুলিশ কোর্ট, কলকাতা সমীপে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ মি আড্ডা রোড এবং এইচ টি করিডর; দক্ষিণে : আড্ডা অধিকৃত জমি ; পূর্বে : আড্ডা অধিকৃত জমি; পশ্চিমে : আড্ডা অধিকৃত জমি।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ম্যাচ, চেন্নাই, রাজস্থানের পর বিদায় হায়দরাবাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে টিকে থাকতে গেলে সব ম্যাচ জিততেই হত সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। সোমবার ঘরের মাঠে দিল্লিকে ১৩৩ রানে আটকে রেখে জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তারা। বাধ সাধল প্রকৃতি। দিল্লির ইনিংস শেষ হওয়ার পর যে বৃষ্টি নামল তা এক সময়ে থামলেও খেলা শুরু করা গেল না।

ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় এক পয়েন্ট করে পেল দুই দল। প্লে-অফের দৌড় থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ছিটকে গেল হায়দরাবাদ। ১১ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট হল তাদের। আর কোনও ভাবেই ১৪ পয়েন্টে পৌঁছনোর সম্ভাবনা নেই। চাপে থাকল দিল্লিও। এই ম্যাচ থেকে দু'পয়েন্ট পেলে চারে উঠে আসতে পারত। ১১ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে থাকল পাঁচেই।

আগে ব্যাট করে ১৩৩/৭ তুলেছিল দিল্লি। প্রথম বলেই কামিন্স ফিরিয়ে দেন করুণ নায়ারকে। ঈশান কিশনের হাতে ক্যাচ দেন করুণ। এর পর আরও তিনটি ক্যাচ নেন ঈশান। তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে ফাফ ডুপ্লেসিকে (৩) ফেরান কামিন্স। পঞ্চম ওভারে ফেরেন অভিষেক পোড়েল (৮)। পরের ওভারে ফিরে যান অক্ষর পটেলও (৬)। বিপদের সময়ে কেএল রাহুলের উপরে ভরসা করেছিল দিল্লি। তিনিও (১০) ব্যর্থ।

এক সময় ২৯ রানে ৫ উইকেট পড়ে গিয়েছিল দিল্লির। সেখান থেকে হাল ধরার চেষ্টা করেন ট্রিস্টান স্টাবস এবং বিপরাজ নিগম। রানের গতির দিকে নজরই দেননি দু'জনে। কোনও রকমে ক্রিজে টিকে থাকার চেষ্টা করছিলেন। তাতেও সম্ভব হয়নি। ৩৩ রানের জুটি হওয়ার পর স্টাবসের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন বিপরাজ।

৬২ রানে ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল ১০০-রও কমে শেষ হয়ে যাবে দিল্লির ইনিংস। তা হতে দিলেন না স্টাবস এবং আশুতোষ। চাপে পড়ে এ দিন আশুতোষকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নামিয়ে দিয়েছিল দিল্লি। তিনিই বাঁচালেন দলকে। দু'টি চার এবং তিনটি ছয়ের সাহায্যে তাঁর ২৫ বলে ৪১ রানের ইনিংস ১০০ পার করে দেয় দিল্লির। যোগ্য সঙ্গত দেন স্টাবসও (অপরাজিত ৪১)। দু'জনে সপ্তম উইকেটে ৪৬ রান তোলেন। ম্যাচ পুরো হলে হয়তো জিততে পারত না দিল্লি।

এক রানের জয়েই অক্সিজেন, প্রতিটা ম্যাচই মরণ বাঁচন কেকেআরের

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

আইপিএল ২০২৫-এ প্লে অফের দৌড়ে কোন কোন দল যাবে, চলছে তারই শেষ মুহূর্তের লড়াই। দিল্লি বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে ৫৪টি ম্যাচ খেলা হয়েছে। প্লে অফে ওঠার জন্য এখন লড়াই করছে আটটি দল। ইতমধ্যেই প্লে অফের দৌড় থেকে বিদায় নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালস। যদিও এখনও কোনও দল আনুষ্ঠানিকভাবে প্লে অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্লে অফ নিশ্চিত। বর্তমানে ১৬ পয়েন্টে রয়েছে কোহলির দল। বাকি তিন ম্যাচের মধ্যে একটি জিতলেই কোয়ালিফাই করে যাবে তারা। বাকি তিনটি স্থানের জন্য সাতটি দলের মধ্যে লড়াই চলছে। কেকেআর এরমধ্যে ১১ ম্যাচ থেকে ঝুলিতে ১১ পয়েন্ট পুরে নিয়ে প্লে অফের দৌড়ে এখনও আশা জিইয়ে রেখেছে। বাকি তিন ম্যাচই তাদের জিততে হবে সরাসরি। তবেই নিশ্চিত হবে কোনও সমীকরণ ছাড়াই। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এইমুহূর্তে পাঞ্জাব কিংস। ২০১৪ সালের পর প্রথমবার এত ভাল পরিস্থিতিতে প্রীতি জিন্টার দল। ১১ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট।আর মাত্র তিন পয়েন্ট পেলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে প্লে-অফ। হাতে রয়েছে তিনটি ম্যাচ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স রয়েছে তৃতীয় স্থানে। পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নদের বাকি ম্যাচগুলির মধ্যে অন্তত দুটি জিততেই হবে। তবে মুম্বইয়ের কাছে প্রথম দুইয়ে শেষ করার সুযোগ রয়েছে যদি তারা বাকি সবকটি ম্যাচ জিততে পারে। লিগ তালিকায় চার নম্বরে রয়েছে শুভমন গিলের গুজরাট টাইটান্স। গুজরাটের সমীকরণটা সোজাই। প্লে-অফে উঠতে হলে বাকি চার ম্যাচের মধ্যে দুটো জিততেই হবে তাদের। সবকটি জিততে পারলে প্রথম দুইয়ে ওঠার সুযোগ রয়েছে। দিল্লি শুরুটা ভাল করলেও যত দিন এগিয়েছে, তত চাপে পড়েছে। এখন যা অবস্থা তাতে শেষ চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই জিততে হবে দিল্লিকে। অক্ষর প্যাটেলদের ১০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১২। খারাপ ফর্মে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল ক্রমশ চাপে পড়েছে। সাত নম্বরে থাকা ঋষভদের ১১ ম্যাচে পয়েন্ট ১০। বাকি তিনটি ম্যাচের তিনটিতে জিতলে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকবে দিল্লি। খাতায় কলমে টিঁকে থাকলেও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের আশা প্রায় নেই। কারণ বাকি চার ম্যাচের মধ্যে সবকটি জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে ১৪। তারপরেও তাকিয়ে থাকবে নেট রান রেট এবং অন্য দলের দিকে। যা পরিস্থিতি তাতে একাধিক দল ১৪ ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে ফেলবে।

বাগানে গৃহীত হল না টুটু বসুর পদত্যাগপত্র, জমল নির্বাচন

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

জমে গেল মোহনবাগানের নির্বাচন। সেইসঙ্গে নাটকও। নির্বাচনের আবহেই সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন টুটু বসু। এরপর নিজের বাড়িতেই সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজের ছেলে সৃঞ্জয়কে সমর্থনের আওয়াজ তুলেছিলেন। কিন্তু টুটু বসুর সেই পদত্যাগপত্র গৃহীতই হল না মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটিতে। টুটু বসুর পদত্যাগ পত্র নিয়ে সোমবার আপৎকালীন বৈঠক হয় মোহনবাগানে। দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারপর দেবাশিস দত্ত জানান, পদত্যাগ পত্র এখনও গৃহীত হয়নি। বৈঠকে নানান মতামত উঠে আসে। সেই কারণে মুলতুবি রাখা হয় সভা। কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। সামনের সপ্তাহে আবার কার্যকরী কমিটির সভা ডাকা হবে। সেখানে টুটু বসুর ইস্তফা নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দু'দিন আগে নিজের বাড়িতেই দেবাশিস দত্ত, বোস পরিবারে ভাঙন ধরাচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগও করেন টুটু বসু। তার উত্তরে দেবাশিস দত্ত বলেন, 'আমি মোহনবাগান ক্লাবে বসে এই বিষয়ে কিছু বলতে পারি না। উনি বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। আমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানাব। ক্লাবে আমি সচিব, এই জায়গা থেকে আমি মন্তব্য করতে পারি না। যদি আমি মনে করি এর জবাব দেওয়া উচিত, কোনও না কোনও জায়গা থেকে দেব।'

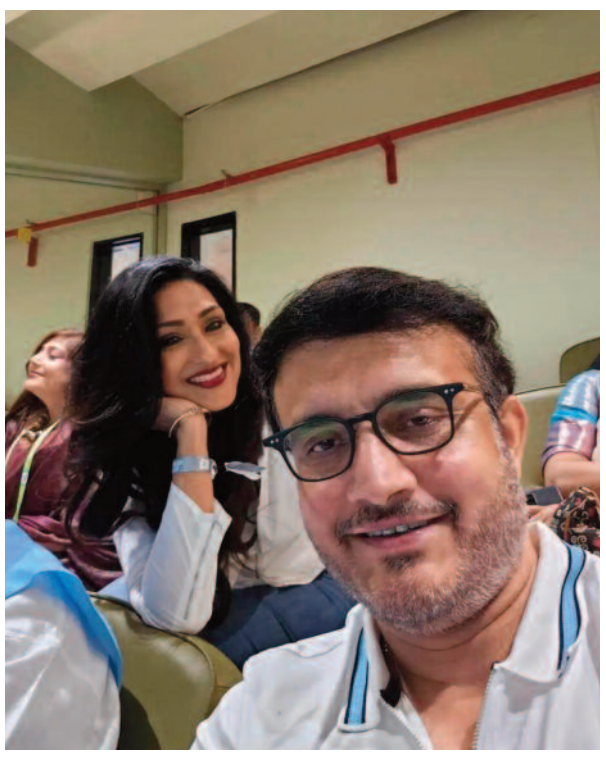

ইডেনে কলকাতা বনাম রাজস্থান দ্বৈরথের ফাঁকে এক ফ্রেমে ধরা দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ছিলেন বৈশালী ডালমিয়াও।

অম্বর রায় সাব জুনিয়র ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

প্রয়াত অম্বর রায়ের ছবিতে মাল্যদান করছেন সিএবি মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। এবার ক্রিকেটে। অনূর্ধ ১৩ অম্বর রায় সাব জুনিয়র ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল সবুজ মেরুন।

কলকাতার ২২ ইয়ার্ডস স্পোর্টস স্কুল মাঠে সোমবার ফাইনালে মোহনবাগান ৪৩ রানে সম্বরণ ব্যানার্জী ক্রিকেট একাডেমীকে হারিয়ে দিয়েছে। খেলা শুরুর আগে প্রয়াত অম্বর রায়ের পুত্র অনিন্দ্য রায় প্রয়াত ক্রিকেটারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক এবং বাংলার কিংবদন্তি ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সিএবি কর্তা বাবলু কোলে, সিএবি সহ-সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, সিএবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিএবি মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে, সিএবি অবজার্ভার্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক সহ অন্যরা প্রয়াত রায়কে শ্রদ্ধা জানান।

জেসন কামিন্সের বিষয়ে সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে দাবি বাগান কর্তাদের

নির্বাচনের আবহেই নির্বাসনের খাঁড়া বাগানে, হবে না ফুটবলার রিক্রুট

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাগান সরগরম নির্বাচন নিয়ে। এরমধ্যেই আবার গলায় কাঁটার মতো বিঁধল নির্বাসন। ফিফার কড়া শাস্তির মুখে পড়ল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। আপাতত দেশের কোনও ফুটবলার সই করাতে পারবে না মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। ফুটবলার সই করানো থেকে নির্বাসিত মোহনবাগানে পৌঁছেছে ফিফার নির্দেশিকা। তাতে শোরগোল বাড়লেও চিন্তিত নন শাসক গোষ্ঠী। তাদের দাবি, টেকনিক্যাল কারণেই এই ব্যান করা হয়েছে। জানা গেছে, নির্বাসনের খবর পাওয়ার পরই মোহনবাগানের তরফে ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের গোটা বিষয়টা জানানো হয়েছে। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মোহনবাগান সূত্রের খবর, জেসন কামিন্সকে সই করানোর সময়ে মোহনবাগান 'ট্রেনিং কমপেনশেসন ফি' দিতে দেরি করে ফেলে।

পরের বছরই বিষয়টা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ফিফার কাছে চিঠিও পাঠিয়েছিল। কিন্তু ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার কাছ থেকে 'এরর' দেখানো হচ্ছিল। সেই কারণেই মোহনবাগানের উপরে নেমে এসেছে সাময়িক ট্রান্সফার ব্যান। আপাতত জাতীয় পর্যায়ের কোনও ফুটবলারকে সই করাতে পারবে না মোহনবাগান। ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফে চিঠি দিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে জানানো হয়েছে মোহনবাগানকে নির্বাসনের কথা। নতুন কোনও ফুটবলার নতুন ক্লাবে সই করলে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের পুরনো ক্লাবকে 'ট্রেনিং কমপেনশেসন' দিতে হয়। যতদিন না বিষয়টার নিষ্পত্তি হচ্ছে, ততদিন জাতীয় স্তরের নতুন ফুটবলারকে সই করাতে পারবে না মোহনবাগান। গতবার একই কারণে মুম্বই সিটি এফসি এই নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছিল।

INDIA ALL INDIA FOOTBALL FEDERATION | INDIAN FOOTBALL. FORWARD TOGETHER | VISION 2047

Ref. no: /AIFF/REGISTRATION/2025/374
Circular No. 19
Dated: 05th May 2025

To,
All Member Associations of AIFF

SUBJECT- Club Mohun Bagan Super Giant Registration Ban Imposed

Dear Sir/Madam,

Greetings from the All India Football Federation.

This circular is to notify all the Member Associations (MA) and stakeholders of the AIFF that a National Ban on the registration of new players has been imposed on the Club Mohun Bagan Super Giant (FIFA ID- 14AKC2C), a club registered with the Indian Football Association.

The ban will be effective immediately as per the communication received from FIFA's Director of the FIFA Judicial Bodies.

We further request all the MAs to communicate the same to all the registered clubs under your Association.

This is for your information and necessary action.

Best wishes and regards,

Satyanarayan Muthyalu
Deputy Secretary-General, AIFF

CC: Secretary to President
All Concerned AIFF Departments
Secretary, Indian Super League
Club, Mohun Bagan Super Giant

কন্যাশ্রী কাপে লড়েও হার সাদার্ন সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি: কন্যাশ্রী কাপে লড়াই করেও হার সাদার্ন সমিতির। শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ০-২ গোলে হারল সাদার্ন। এবারের কন্যাশ্রী কাপে ড্র দিয়ে অভিযান শুরু করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচেই বড় পেয়েছিল সাদার্ন সমিতি। সুরুচি সংঙ্ঘকে ৪-০ গোলে হারিয়ে দেয় সাদার্নের মেয়েরা। এই ম্যাচ হারলেও ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর বলে জানান সাদার্ন সমিতির চেয়ারপার্সন জিনিয়া রায়চৌধুরী।

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tende
NIT No.- WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-03/2025-26, Sl. 1-3 (1st Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-04/2025-26, Sl. 1-2 (1st Call), Date: 02.05.2025, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-01/2025-26, Sl. 1-5 (2nd Call) & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-02/2025-26, Sl. 1-4 (2nd Call), Date- 05.05.2025. Bid Submission Start Date : **03.05.2025 (NIT-3&4) & 06.05.2025 (NIT-1&2) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **13.05.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **15.05.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NETAJI SUBASH PATH, NORTH 24 PGS, PIN - 743145
NOTICE
This is to notify that e-tender here by invited by under signed against **eNIT No: WBMAD/ULB/KPM/NIT-04/25-26/SL-1, Published Dt : 06.05.2025, (Tender ID: 2025_MAD_842142_1)** for works for **Water body rejuvenation of Ranaghat Colony at Ward 20 under Kanchrapara Municipality in AMRUT 2 scheme.** For details information/downloading/uploading, may visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-01 OF 2025-26 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for One time clearance of water hyacinth, jungle sand deposition Neora Paschimpara near PHE Pumping Station within Basirhat Municapility. **e-Tender Start Date: 06.05.2025 at 9.00 am Closing Date: 14.05.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

CHANDIGARH ROHANDA GRAM PANCHAYAT
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
NIT No.: 224/NIT/CRGP/2025
Date: 24.04.2025
Bid submission **30.4.2025 to 07.05.2025 by 18.50 hours.** Opening Techinal Bid on **10.05.2025 on 10.35 am.** Financial Bid on **10.05.2025 at 17.00 (onwords).** For details information vist with Website **https://wbtenders.gov.innic gep/app** & Tender Notice Board Chandigarh Rohanda Gram Panchait.
Sd/- **Pradhan**
Chandigarh Rohanda Gram Panchayat

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পঞ্জাবে আটক পাকিস্তানি নাগরিক

চণ্ডীগড়, ৫ মে: পহেলগাঁও কাণ্ডের আবহে পঞ্জাবের গুরদাসপুরে ধৃত এক পাকিস্তানি নাগরিক। তাঁর কাছে পাকিস্তানের পরিচয়পত্রও মিলেছে। ধৃতের নাম হুসনাইন। বর্তমানে পঞ্জাব পুলিশের হেপাজতে রয়েছে সে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩-৪ মে রাতে পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে গুরদাসপুরে প্রবেশের সময় আটক হয় হুসনাইন। দরিয়া মনসুর সীমান্ত চৌকির কাছে একটি ঝোপে তাঁকে দেখতে পান সীমান্তরক্ষীরা। তাঁর থেকে একটি পাকিস্তানি পরিচয়পত্র এবং ৪০ পাকিস্তানি টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা শহরের বাসিন্দা তিনি।

গত শনিবার রাজস্থানে আটক হন পাকিস্তানি রেঞ্জার। তার আগে পহেলগাঁও কাণ্ডের পর গত ২৩ এপ্রিল পঞ্জাবের ফিরোজপুর সীমান্তে ডিউটি করার সময় পাক রেঞ্জার্সের হাতে বন্দি হন সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ২৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কনস্টেবল পূর্ণমকুমার সাউ। ভুল করে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে ঢুকে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় সে দেশের রেঞ্জার্সের হাতে পূর্ণম বন্দি হন। তাঁকে ছাড়ার বিষয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বৈঠকও হয়। যদিও তার পরেও পূর্ণমকে ছাড়া হয়নি। এর মধ্যেই গত শনিবার আটক হন পাকিস্তানি রেঞ্জার। এ বার গুরদাসপুরে আটক হল এক পাকিস্তানি নাগরিক।

খারিজ রাহুলের দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলা

এলাহাবাদ, ৫ মে: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ তুলে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সোমবার মামলা খারিজ করে মামলাকারীকে অন্য কোনও আইনি পথের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ।

এর আগে রাহুলের দ্বৈত নাগরিকত্ব বিতর্কে গত ২১ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। কেন্দ্র সদুত্তর দিতে না-পারায় সেই সময়সীমা আরও ১০ দিন বাড়িয়ে ৫ মে-র মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। সোমবার ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছিল। বিচারপতি এআর মাসুদি এবং বিচারপতি অজয়কুমার শ্রীবাস্তবের বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, রাহুলের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে ওই দিনই কেন্দ্রকে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। তবে সোমবারও ওই রিপোর্ট জমা দিতে পারেনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এর পরেই মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। দুই বিচারপতির বেঞ্চের যুক্তি, মামলাকারীর আবেদনটির নিষ্পত্তির জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে পারছে না কেন্দ্র। ফলে ওই আবেদন বিচারাধীন রাখার কোনও অর্থ হয় না।

সুরানকোটে ধ্বংস জঙ্গি ঘাঁটি, উদ্ধার বিস্ফোরক ও গ্যাজেটস

শ্রীনগর, ৫ মে: জম্মু-কাশ্মীরের সুরানকোট অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে যৌথ অভিযান চালিয়ে এক গোপন জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করল ভারতীয় সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরে ভিত্তি করে এই অপারেশন চালানো হয়। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি শক্তিশালী আইইডি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিউনিকেশন ডিভাইস এবং একাধিক ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, যা জঙ্গিদের গোপন যোগাযোগে ব্যবহৃত হত বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও হামলার পর থেকেই উপত্যকাজুড়ে জঙ্গি তল্লাশি জোরদার হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে চলছিল এই বিশেষ অভিযান। সেনা সূত্রে খবর, ধ্বংস হওয়া ঘাঁটিতে কিছু জঙ্গি লুকিয়ে ছিল বলেই অনুমান। কিন্তু সেনা-পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই তারা জঙ্গলের গভীরে পালিয়ে যায়। এখনও তাদের খোঁজে চিরুণি তল্লাশি চলছে। সেনার ধারণা, যে কোনও সময় এনকাউন্টার শুরু হতে পারে।

উদ্ধার হওয়া কমিউনিকেশন ডিভাইসগুলি দিয়ে জঙ্গিরা পাকিস্তানের লঞ্চপ্যাডগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। ফলে এই ডিভাইস হাতছাড়া হওয়ায় জঙ্গি নেটওয়ার্ক বড়সড় ধাক্কা খাবে বলেই মনে করছে যৌথ বাহিনী। তাদের অনুমান, সুরানকোটের জঙ্গলে আরও একাধিক লুকোনো ঘাঁটি রয়েছে। সেইসব চিহ্নিত করতেই অভিযান চলছে।

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e-tender vide reference no. **WBMAD/CM/WS/NIT NO.1/2025-26 & Tender Id. 2025_MAD_842158_1** for Sinking of Tubewell IN WARD 02. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**

বিদেশে প্রযোজিত সমস্ত ছবি আমেরিকায় মুক্তি পেলে ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর বিজ্ঞপ্তি

ওয়াশিংটন, ৫ মে: দ্বিতীয়বার আমেরিকার ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লক্ষ্য এখন শুধুই অন্যের উপর শুল্কের বোঝা চাপানো। এবার তাঁর এই খামখেয়ালিপনায় বিপদের মুখে পড়তে চলেছেন বিনোদন জগৎও। আমেরিকার বাইরে প্রযোজিত যে কোনও সিনেমা মুক্তিতে এবার ১০০ শতাংশ কর দিতে হবে ট্রাম্প প্রশাসনকে। সম্প্রতি তাঁর এই নির্দেশিকায় কার্যত মাথায় হাত পড়েছে অন্যান্য বিদেশি প্রযোজনা সংস্থাগুলির। কারণ, তাদের প্রযোজিত সিনেমা আমেরিকায় মুক্তি পেলে ১০০ শতাংশ কর দিতে হবে, যা আর্থিকভাবে বিপুল অঙ্কের। তাতে লাভ-লোকসানের অঙ্ক এলোমেলো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। একই সমস্যার মুখে বলিউডও। এখানকার বহু সিনেমা আমেরিকা-সহ বিদেশের নানা জায়গায় মুক্তি পায়। তা থেকে ভালো মুনাফাও হয়। কিন্তু এবার ট্রাম্পের শুল্ক-কাঁটায় তা আটকে যাবে।

বিনোদন জগতে এহেন শুল্ক চাপানোর কারণ হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানাচ্ছেন, আমেরিকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অতি দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি বাণিজ্য দপ্তরকে বলব, বিদেশে প্রযোজিত যে সমস্ত ছবি আমাদের দেশে মুক্তি পাচ্ছে, অবিলম্বে সেগুলির উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক। আমরা আমেরিকায় তৈরি সিনেমার পক্ষে। আমেরিকার বাইরে যে কোনও জায়গায় যে সিনেমা তৈরি হবে, তারা আমাদের এখানে রিলিজ করতে চাইলে ১০০ শতাংশ কর দিতে হবে।

কিন্তু ট্রাম্পের এহেন বক্তব্য কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক। আমেরিকার বাইরে তৈরি হওয়া যে কোনও সিনেমা মুক্তির ক্ষেত্রে এই কর দিতে হবে, তা স্পষ্ট। কিন্তু কোনও মার্কিন পরিচালক বা প্রযোজক সংস্থা আমেরিকার বাইরে গিয়ে সিনেমার কাজ করলে তাঁদের উপরও কি করের বোঝা চাপবে?

আসলে, এই মুহূর্তে একগুচ্ছ শুল্কের চাপে হলিউডের অবস্থা টলমল। ওটিটি মাধ্যম জনপ্রিয় হওয়ায় সিনেমাহলে টিকিট বিক্রি কমেছে। এই অবস্থায় হলিউডের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিপুল করের প্রস্তাব দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর। আর ট্রাম্প শুল্ক চাপালেন আমেরিকার বাইরে বিনোদন জগতের উপর।

Notice e-Tender
The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 01/PRODHAN/GARIBPUR GP/ 2025-26. (FOR-4 Nos WORKS) Dated: 05/05/2025.** Last date of Bid submission **14.05.2025 upto 02:00 Hours.** For details please visit website **www://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P. DOMKAL BLOCK, MURSHIDABAD

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-টিআরডি-১৭০-২০২৫-এনআইটি, তারিখ ঃ ০১.০৫.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১- তেলকলঘাট রোড, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারগণ, অংশীদারি সংস্থা প্রভৃতির থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং:ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-টিআরডি- ১৭০-২০২৫; কাজের নাম ঃ** ''পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে সাইডিং সমূহ ও লোকো শেড-এর বৈদ্যুতিকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি এ.সি সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড সরঞ্জাম, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার ইত্যাদির ডিজাইন, অঙ্কন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ।'' **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৯৬,১৩,৯৮৪.৫৬ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৯৮,১০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ (চার) মাস; **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ওপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখের ও সময়ের পূর্বে ওপরে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' অনলাইনে প্রদানের পরে **www.ireps.gov.in** -এ থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সকল রকম ভাবে সম্পূর্ণ ও ওপরের বিবরণমতো সকল নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in** -এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (সমূহ) (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মূল তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, ৩৭১- তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এ স্থিত** নোটিশবোর্ডেও দেখা যাবে।
(CON-08/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৬ মে ২০২৫ • পেজ ৮

গৃহঋণ বোঝা নয়, বরং লাভবান হবেন আপনি, কেন জেনে নিন

অনেকেই মনে করেন গৃহঋণ একটি বোঝা। কারণ পরিশোধ করতে বছরের পর বছর সময় লাগে। কিন্তু আপনি কি জানেন, গৃহঋণ নিলে অনেকক্ষেত্রেই সুবিধা মেলে? এই সুবিধার জন্যই ধনী ব্যক্তিরাও অনেক সময় বাড়ি কেনার জন্য সম্পূর্ণ নগদ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে গৃহঋণ নেন।

কর সুবিধা

গৃহঋণ নিলে আপনি আয়করে প্রচুর অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন। ধারা ২৪(খ) এর অধীনে, আপনি বার্ষিক প্রদত্ত সুদের উপর ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পেতে পারেন। ধারা ৮০সি এর অধীনে, আপনি মূল পরিশোধে ১.৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করতে পারেন। যদি গৃহঋণে দু'জন আবেদনকারী (সহ-আবেদনকারী) থাকে, তাহলে উভয়ই আলাদাভাবে কর সুবিধা দাবি করতে পারেন। একইসঙ্গে, আপনি প্রতি বছর ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর সাশ্রয় করতে পারেন।

সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ না থাকার নিশ্চয়তা

ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাঙ্কগুলি সম্পত্তির সম্পূর্ণ আইনি পরীক্ষা করে। সম্পত্তির মালিকানা এবং সমস্ত আইনি নথি যাচাই করে নিশ্চিত করে যে, সম্পত্তিটি নিয়ে কোনও বিরোধ নেই। সুতরাং, যখন ব্যাঙ্ক আপনার গৃহঋণ অনুমোদন করে, তখন এর অর্থ হল সম্পত্তিটি নিরাপদ এবং কেনাকাটার জন্য আর্থিকভাবে পরিষ্কার।

আপনার সঞ্চয় সাশ্রয় করে

বিশেষ করে ব্যক্তিগত ঋণের তুলনায় গৃহঋণের সুদের হার কম। তাই, আপনার সমস্ত সঞ্চয় বাড়ি কেনার জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে, আপনি ঋণ নিতে পারেন এবং ধীরে ধীরে পরিশোধ করতে পারেন। আপনি ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আপনার সঞ্চয় ব্যবহার করতে পারেন বা ভালো রিটার্নের জন্য কোথাও বিনিয়োগ করতে পারেন।

টপ-আপ ঋণের বিকল্প সুবিধা

আপনি কম সুদের হারে আপনার গৃহঋণের উপর অতিরিক্ত ঋণ (টপ-আপ ঋণ) নিতে পারেন। এটি সংস্কার, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা বা অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য সহায়ক। আপনি আপনার গৃহঋণের সময়কালের মধ্যে - ১০, ১৫, অথবা ২০ বছর ধরে - পরিশোধ করতে পারেন।

ক্রেডিট স্কোর উন্নত করে

আপনার ক্রেডিট স্কোর কম হলে, সময়মতো গৃহঋণ পরিশোধ করলে তা উন্নত হতে সাহায্য করে। এছাড়াও, আপনি যদি একজন মহিলা সহ-আবেদনকারীকে যোগ করেন, অনেক ব্যাঙ্ক কম সুদের হার (০.০৫ শতাংশ কম) অফার করে।

ক্যারিয়ার

আই.সি.এস.ই পরীক্ষায় সাফল্যের পর ডাক্তার হতে চায় আনিকা

ডাঃ শামসুল হক

অত্যন্ত শান্তশিষ্ট একটা মেয়ে । মুখ দেখলে কখন ই মনে হবে না , নিরীহ সেই মেয়েটাই একরাশ তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারিণী হয়ে চমকে দেবে সকলকে। তবে সে যতই চুপচাপ থাকুক না কেন , তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনি এবং ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসিই স্পষ্ট করে দেয় তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় প্রতিভার স্ফুরণ এবং সেইসঙ্গে প্রকাশ করে তার নিজস্বতাও ।

বিরল প্রতিভাধর সেই ছাত্রী আনিকা সানজিদা এই বছরের আই . সি .এস .ই .পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল করে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলকে । নিরানব্বই দশমিক দুই শতাংশ নম্বর পেয়ে গোটা রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে সে। আর সেটা নিয়ে গর্বিত তার পরিবারের লোকজন সহ সমগ্ বর্ধমান জেলার মানুষজন ও ।

প্রতিদিনের পড়াশোনার নির্দিষ্ট কোন সময় মেনে চলার পক্ষপাতী সে কিন্তু নয় । কোন দিন সে পড়াশোনা করে চার ঘণ্টা, তো পরের দিন দশ ঘণ্টা। তবে গড়ে সাত থেকে আট ঘণ্টা সময় সে ব্যায় করে তার পড়াশোনার কাজে । তার গৃহ শিক্ষক থাকলেও , নিজের চেষ্টাই সেই কাজে যে তাকে অনুপ্রাণিত করে সবচেয়ে বেশি , সেকথা স্বীকার করেছে সে নিজেই। আর তাতে পুরোপুরিভাবে সফল ও সে।

তবে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষকাদের কাছ থেকেও সে যে পেয়েছে বিশাল সহায়তা , সেটাও তার নিজের ই স্বীকারোক্তি। আবার বাড়িতে মা বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের অনুপ্রেরণাও তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ভীষণভাবেই । আর নিজের নিরলস পরিশ্রমের ফলাফল হিসেবে আই.সি.এস.ই পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর হল ইংরেজি প্রথম - ৯৫ , ইংরেজি দ্বিতীয় - ১০০ , গণিত - ১০০ , বাংলা - ৯৪ , রসায়ন - ৯৯ , পদার্থ বিজ্ঞান - ৯৭ , জীববিজ্ঞান - ১০০ , ভূগোল - ৯৭ , কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন - ১০০ এবং ইতিহাস - ১০০ ।

পড়াশোনার পাশাপাশি সে চালিয়ে গেছে শরীর চর্চা এবং নিয়মানুবর্তিতাও । ক্যারাটে, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলায় ভীষণ পারদর্শীও সে। নানান ধরণের ইনডোর গেমসেও সে রেখেছে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। আবার অঙ্কন শিল্পেও আছে তার অসাধারণ দক্ষতা। বিভিন্ন সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় তার আঁকা ছবিও প্রকাশ পায় নিয়মিতভাবেই।

বহুমুখী প্রতিভার প্রভায় প্রভাবিত সেই ছাত্রীর বাড়ি বর্ধমান শহরের রসিকপুরে । ছোট থেকেই টপার সেই পড়ুয়া পড়াশোনা করেছে বর্ধমানের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে। ভবিষ্যতে ডাক্তার হ ওয়ার ইচ্ছে নিয়েই সে এগিয়ে চলেছে তার চেনাজানা পথ ধরেই। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো অভিনন্দন বার্তা তাকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ ও করেছে । সে আরও বড় হোক , সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভকামনাও জানিয়েছেন তাকে । তাতে ভীষণভাবে আপ্লুত ও আনিকা এবং ডাক্তার তাকে হতেই হবে, এটাও ভীষণভাবে গেঁথে গেছে তার মনের ই অন্দরে।

গুগল-পে থেকে মিলছে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ, সুদের হার কত? জানুন

গুগল-পে ব্যক্তিগত ঋণ পরিষেবা চালু করেছে ২০২৩ সাল থেকে। এই দ্রুত এবং সহজ সুবিধার মাধ্যমে, আপনি ৩০,০০০ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত ঋণ পেতে পারেন। ঋণের মেয়াদ ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তাই, আপনি যদি গুগল-পে থেকে ঋণ নেওয়ার কথা ভাবছেন, তাহলে আপনার সুদের হার এবং আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা উচিত। এই প্রতিবেদনে সেদিকেই আলোকপাত করা হবে।

১০.৫০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদের হার

আপনি যদি গুগল-পে থেকে ঋণ নেন, তাহলে আপনাকে ১০.৫০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিতে হতে পারে। সুদের হার সম্পূর্ণরূপে আপনার ক্রেডিট স্কোরের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। ক্রেডিট স্কোর যত ভালো হবে, কম সুদের হারে ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ঋণ নেওয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল এবং কোনও কাগজপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তির বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে। এছাড়াও, নিয়মিত আয়ের উৎস থাকা বাধ্যতামূলক। আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি ইএমআই পেমেন্ট কেটে নেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়া ঋণ গ্রহণকে অত্যন্ত সুবিধাজনক করে তোলে।

গুগুল-পে-র মাধ্যমে ঋণের জন্য সহজ আবেদন প্রক্রিয়া

প্রথমে 'গুগল পে' অ্যাপে খুলে মনি লেখা ট্যাবে ক্লিক করুন

সেখানে লোন অপশান দেখা যাবে সেখানে গেলেই অ্যাপের লোন অফার লেখা বিভাগটি দেখতে পাবেন

এই বিভাগের মধ্যেই 'প্রি অ্যাপ্রুভার' লোন অপশান পাবেন

লোন সম্পর্কিত সমস্ত অফার এই বিভাগেই থাকবে

এরপর ইএমআই অপশানে গিয়ে সুবিধা মতো ইএমআই টি বেছে নিন

প্রয়োজনীয় তথ্য দিন, ঋণের জন্য যে সমস্ত তথ্য গুগল পে উল্লেখ করা হয়েছে

সমস্ত বিবরণ নথিবদ্ধ করার পর একটি ওটিপি অর্থাৎ ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড আসবে ফোনে

নির্দিষ্ট কলামে সেটি পূরণ করতে হবে

পক্রিয়াটিতে অনুমেদন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন

ব্যাঙ্কের আবেদন যাচাই করার পর লোন ট্যাব চেক করুন । ব্যাংক আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করার আগে, প্রক্রিয়াকরণ ফি এবং ঋণ স্ট্যাম্প শুল্ক সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করে নিন

এরপর আপনার অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার হয়েছে কি না দেখে নিন

গুগল-পে-এর মাধ্যমে নেওয়া ঋণের মাসিক ইএমআই সরাসরি আপনার লিঙ্ক করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়। তাই, জরিমানা এড়াতে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ আবেদনের সময় পরিশোধের সময়সূচী, যার মধ্যে বকেয়া তারিখ এবং পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, উল্লেখ করা থাকে। এটি নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অর্থপ্রদানের সঙ্গে আপ-টু-ডেট আছেন।

এপ্রিল মাসে জিএসটি আদায়ে নতুন রেকর্ড, কোন রাজ্যে কত শতাংশ জেনে নিন এখনই

এপ্রিল মাসে জিএসটি আদায়ে নতুন রেকর্ড তৈরি হল। শতাংশের হিসেবে ১২.৬ শতাংশ। ইন্ডিয়া টুডের খবর অনুসারে, জিএসটি আদায় হয়েছে ২.৩৭ লাখ কোটি টাকা। ২০১৭ সাল থেকে লাগু হয়েছিল জিএসটি। এক মাসে এত টাকা জিএসটি এর আগে কখনও হয়নি।

মার্চ মাসে জিএসটি হয়েছিল ১.৯৬ লাখ কোটি টাকা। সেখানে বৃদ্ধির হার ৯.৯ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি মাসে জিএসটি ছিল ১.৮৩ লাখ কোটি টাকা। সেখানে বৃদ্ধির হার ছিল ৯.১ শতাংশ। জানুয়ারিতে জিএসটি ছিল ১.৯৬ লাখ কোটি টাকাতে। সেখানে বৃদ্ধির হার ছিল ১২.৩ শতাংশ।

ডিসেম্বরে জিএসটি ছিল ১.৭৭ লাখ কোটি টাকায়। সেখানে বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩ শতাংশ। তবে নভেম্বর মাসে এই হার ছিল ৮.৫ শতাংশ। এপ্রিল মাসের এই কালেকশনের ফলে সকলের চোখ কপালে উঠে গিয়েছে। মার্চ মাসের হাত ধরেই এপ্রিলের এই উত্থান। যেহেতু এই সময় নতুন আর্থিক বছর শুরু হল তাই এই নতুন রেকর্ড তৈরি হল বলেই মনে করছেন সকলে।

লাক্ষাদ্বীপে জিএসটি ২৮৭ শতাংশ বেড়েছে। অরুণাচলে ৬৬ শতাংশ বেড়েছে, মেঘালয়ে ৫০ শতাংশ বেড়েছে, নাগাল্যান্ডে ৪২ শতাংশ বেড়েছে, সিকিমে ১৭ শতাংশ বেড়েছে, মনিপুরে ১৬ শতাংশ বেড়েছে।

হরিয়ানাতে ১৬ শতাংশ, বিহারে ১৫ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ১৩ শতাংশ,

জম্মু-কাশ্মীরে ১২ শতাংশ জিএসটি আদায় হয়েছে। পাশাপাশি রাজস্থানে ১২ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ১২ শতাংশ, তেলেঙ্গানাতে ১২ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ১২ শতাংশ, উত্তরাখণ্ডে ১১ শতাংশ, পাঞ্জাবে ১১ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ১১ শতাংশ, কর্ণাটকে ১১ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ১১ শতাংশ, দাদরা এবং নাগর হাভেলীতে ১১ শতাংশ হয়েছে।

এছাড়া যেখানে উল্লেখযোগ্যভাবে জিএসটি বেড়েছে সেগুলি হল পদুচেরিতে ৮ শতাংশ, হিমাচলপ্রদেশে ৮ শতাংশ, চন্ডীগড়ে ৭ শতাংশ, দিল্লিতে ৬ শতাংশ, ওড়িশাতে ৫ শতাংশ, গোয়াতে ৫ শতাংশ, ছত্তিশগড়ে ৩ শতাংশ, লাদাখে ৩ শতাংশ।

তবে দেশের তিনটি রাজ্যে জিএসটি আদায়ে ঘাটতি দেখা গিয়েছে। সেগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশে মাইনাস ৩ শতাংশ, ত্রিপুরাতে মাইনাস ৭ শতাংশ এবং মিজোরামে মাইনাস ২৮ শতাংশ।

দুটি ব্যাঙ্কে কমল ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফের একবার ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার কমাল। এটি ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত লাগু থাকবে। এর আগে এপ্রিল মাসেও তারা এই পরিবর্তন করেছিল। নতুন সুদের হার ১ মে থেকে শুরু হবে। পিএনবি এবার থেকে জেনারেল সিটিজেনদের জন্য সুদের হার ৭ দিন থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বিনিয়োগে ৩.৫০ শতাংশ সুদ থেকে শুরু করে ৭.১০ শতাংশ করেছে। অন্যদিকে ৩৯০ দিনের স্কিমে থাকছে ৭.১০ শতাংশ হারে সুদ। সিনিয়র সিটিজেন যাদের বয়স ৬০ থেকে ৮০ বছর তারা ৫ বছরের বিনিয়োগে অতিরিক্ত ৫০ পিবিএস পাবেন। ৫ বছরের বেশি বিনিয়োগ করলে সেখানে থাকবে ৮০ বিপিএস। এখানে সুদের হার থাকবে ৪ শতাংশ থেকে শুর করে ৭.৬০ শতাংশ। সুপার সিনিয়র সিটিজেন যাদের বয়স ৮০ বছরের বেশি তারা পাবেন অতিরিক্ত ৮০ বিপিএস। সেখানে

সুদের হার থাকবে ৪.৩০ শতাংশ থেকে শুরু করে ৭.৯০ শতাংশ। বন্ধন ব্যাঙ্কও ফিক্সড ডিপোজিটে তাদের সুদের হারে পরিবর্তন করেছে। এটি চালু হবে ১ মে থেকে। জেনারেল সিটিজেনরা সেখানে ৩ শতাংশ থেকে শুরু করে ৭.৭৫ শতাংশ করে সুদ পাবেন। সিনিয়র সিটিজেনরা সেখানে ৩.৭৫ শতাংশ থেকে থেকে শুরু করে ৮.২৫ শতাংশ করে সুদ পাবেন। বিগত মাসেই আরবিআই তাদের নতুন রেপো রেট ঘোষণা করেছে। সেখানে ২৫ বেসিস পয়েন্ট ৬ শতাং হারে কমানো হয়েছে। এরপরই দেশের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি তাদের সুদের হারে পরিবর্তন করেছে। তবে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন। যেখানেই বিনিয়োগ করুন না কে তার আগে সমস্ত তথ্য ভাল করে যাচাই করে তারপর বিনিয়োগ করবেন। যদি সেখানে আপনার কোনও ক্ষতি হয় তাহলে তার দায় আজকাল ডিজিটাল নেবে না। সেখানে নিজের বুদ্ধিকেই কাজে লাগাবেন।

ভারপাই দেবী মেমোরিয়াল কাপ, ফাইনাল ২০২৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারপাই দেবী মেমোরিয়াল কাপ, ২০২৫ দিল্লি পাবলিক স্কুল (জোকা) দক্ষিণ কলকাতা তার বিশাল মাঠে শিক্ষার্থীদের উত্সাহিত করার জন্য অটল প্রচেষ্টার একটি প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। চারদিনব্যাপী এই জমকালো ক্রিকেট টুর্নামেন্টটির আয়োজক ছিল ডিপিএস (জোকা) এবং অংশগ্রহণকারী স্কুল যেমন ডিপিএস (জোকা), ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল, ডিপিএস নিউটাউন, ভিএমএস, ডিপিএস রুবি পার্ক, এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ট্রিট। সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ২ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টুর্নামেন্টের প্রধান অতিথি ছিলেন দত্তাত্রেয় মুখার্জি মহাশয়, যিনি প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে বাংলার হয়ে ২১টি প্রথম-শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছিলেন এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী গৌতম মিত্র মহাশয়, I.C. বিষ্ণুপুর। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্কুলের প্রো-ভিসি শ্রী পবন আগরওয়াল, ডিরেক্টর শ্রী দীপক প্রকাশ আগরওয়াল, স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীমতী ঋতুপর্ণা চ্যাটার্জি এবং প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত অতিথিদের দ্বারা প্রয়াত ভারপাই দেবীকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে। রোহিত প্রধান, ডিপিএস (জোকা) এর প্রাক্তন ছাত্র এবং রাজ্য স্তরের একজন উঠতি ক্রিকেটার, স্কুল দলকে উত্সাহিত করতে এসেছিলেন একজন ধারাভাষ্যকার যেমন মন্তব্য করেছেন, 'সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ দর্শকদের টানটান উত্তেজনায় তাদের আসনে বসিয়ে রেখেছিল'। ডিপিএস (জোকা) এবং ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের মধ্যে একটি দুর্দান্ত ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিএস (জোকা) দক্ষিণ কলকাতা ১০ উইকেটে ম্যাচটি জিতেছে এবং পুরো স্কুলকে গর্বিত করেছে। ডি.পি.এস জোকা' র ঋষিত ধর নিজেকে টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন এবং এফ.এফ.এস'র রেভাম্ভ আগরওয়াল সেরা বোলারের ট্রফি জিতেছিলেন। রানার আপ ট্রফি জিতেছে ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল। চূড়ান্ত পুরষ্কার বিতরন অনুষ্ঠিত হয় পুরো স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতিতে। বিজয়ীদের ট্রফি উজ্জ্বলতার সাথে জ্বলজ্বল করছিল এবং স্কুলের মুকুটে যোগ করল আরও একটি বিজয়-পালক।